



সুপ্রিম নির্দেশ  
২০২৪-এর  
ফেব্রুয়ারি মাসেই  
বকেয়া পেনশন  
মেটানোর নির্দেশ  
দিল সুপ্রিম কোর্ট  
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

মস্কো  
গেলেন  
শি  
শি পুতিন  
আলোচনায়  
ইউক্রেন কথা  
উঠল  
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৬১ সংখ্যা □ ২১ মার্চ, ২০২৩ □ ৬ চৈত্র ১৪২৯ □ মঙ্গলবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 161 • 21 March, 2023 • Tuesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চঃ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা সহ একাধিক দাবিতে সোমবার দিল্লিতে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা কৃষকদের মহাপঞ্চায়েতে রামলীলা ময়দানে লক্ষাধিক কৃষক সমাগম হল। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে দিল্লিতে এসে পৌঁছান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পাঞ্জাবে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা সবকিছু উপেক্ষা করে। মহাপঞ্চায়েত থেকে ১৫ জনের এক প্রতিনিধিদল কৃষিমন্ত্রী তোমারের সঙ্গে দেখা করে দাবিসনদ তুলে দেন। বেরিয়ে এসে ঘোষণা এই দাবিসনদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নাহলে আবার বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়ানো ছাড়া কোনো পথ খোলা থাকবে না।

দাবিগুলির মধ্যে আছেঃ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা, কৃষিক্ষণ মজুব, কৃষকদের আন্দোলনের সময় মৃত্যু হওয়া কৃষকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, কৃষির জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্রামীণ এলাকায় ৬০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, এমএসপি নিয়ে নতুন কমিটি গঠন, সর্বজনীন নতুন বিমা প্রকল্প চালু, কৃষক ও খেতমজুরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকার পেনশন প্রকল্প চালু করা ইত্যাদি। একইসঙ্গে, লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যায় মূল ষড়যন্ত্রকারী অজয় মিশ্রকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্তের দাবী জানিয়েছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। রবিবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে

দিল্লির লক্ষাধিক মানুষের মহাপঞ্চায়েত থেকে কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

## দাবি না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা



ফটোঃ জুবিল দাসের টাইটার হ্যান্ডেলের সৌজন্যে।

দিল্লিতে কিষাণ মহাপঞ্চায়েত।

৬৪ ঘণ্টা ধর্মঘট করে  
যোগী সরকারকে  
আশ্বাসে বাধ্য করলেন  
বিদ্যুৎকর্মীরা

লখনউ, ২০ মার্চঃ উত্তরপ্রদেশের ধর্মঘটী বিদ্যুৎকর্মীরা রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরবিন্দ কুমার শর্মার সঙ্গে আলোচনার পর তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন। গত ৬৪ ঘণ্টা ঘরে তাঁরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর আগে ধর্মঘট করার কারণে ১,৩৩২ জনকে ছাঁটাই করে উত্তরপ্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড। এদিন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রাজ্যের বিদ্যুৎ সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি জানিয়েছে, রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী আলোচনায় জানিয়েছেন যে কর্মচারীদের সমস্ত দাবিমাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। মন্ত্রীর আশ্বাসের পরেই আমরা আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। এর আগে অরবিন্দ কুমার শর্মা আশ্বাস দেন যে রাজ্যের বিদ্যুৎ কর্মীদের ধর্মঘটের কারণে যে ১,৩৩২ জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে আইনি পথে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক শৈলেন্দ্র দুবে জানিয়েছেন, সরকারের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের দাবির মিটিয়ে দেবার বিষয়ে আশ্বাস পাওয়ার পরেই কর্মচারীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে সরকারকে সময় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে গত শুক্রবার ইউ পি পি সি এল-এর পক্ষ থেকে ধর্মঘটে যোগ দেবার কারণে ১,৩৩২ জন চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎকর্মীকে বরখাস্ত করা হয়। যার মধ্যে পূর্বাঞ্চলের ৫৫০ জন, মধ্যাঞ্চলের ৩৪৮ জন, পশ্চিমাঞ্চলের ২৩২ জন এবং দক্ষিণাঞ্চলের ২০২ জন কর্মচারী আছেন। এছাড়াও সংঘর্ষ সমিতির ১৮ জন পদাধিকারীর বিরুদ্ধেও নোটিশ পাঠানো হয়। এর আগে সংঘর্ষ সমিতির পক্ষ থেকে গত বছরের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে হওয়া চুক্তি অবিলম্বে রূপায়ণের দাবিতে ১৬ মার্চ মধ্যরাত থেকে ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করা হয়। ধর্মঘটের ঘোষণার পরে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে ২২ জন ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি করা হয় এবং এসেসিয়াল সার্ভিস মেইন্টেনেন্স অ্যাক্ট অনুসারে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

## কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরুদ্ধে ৯-১০ আগস্ট কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন মহাসমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : আরএসএস কর্পোরেট পরিচালিত সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার জনবিরোধী, দেশবিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী। অন্যদিকে শ্বেরাচারী ফ্যাসিস্ট তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। ৯-১০ আগস্ট বিজেপি হঠাৎ দেশ বাঁচাও, 'তৃণমূল হঠাৎ বাংলা বাঁচাও' বাস্তবায়িত করতে দেশব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে মহাসমাবেশ সফল করতে হবে। সোমবার শ্রমিক ভবনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজ্য কনভেনশনে এই আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। এদিন নেতৃবৃন্দ বলেন, এই কর্মসূচিকে সফল করতে ব্যাপকভাবে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে।

এদিনের রাজ্য কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করেন সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনাদি কুমার সাহু। এদিন ১৪ দফা দাবি ঘোষণা করেন। দাবিগুলি হল — শ্রমিক বিরোধী শ্রমক্ষেত্র বাতিল করতে হবে, সরকারি সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বীমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি বেসরকারিকরণ করা বন্ধ করতে হবে, শ্রমিকদের ও শ্রমিক কর্মীদের মাসিক ন্যূনতম ২৬,০০০ টাকা বেতন ও ১০,০০০ টাকা সর্বজনীন পেনশন দিতে হবে, ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে হবে, পेट্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের উপর থেকে কেন্দ্রীয় শুল্ক হ্রাস করতে হবে, আইসিডিএস, আশা সহ সমস্ত প্রকল্প কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে, আয়কর সীমার নীচে থাকা নাগরিকদের মাসিক ৭০০০ টাকা ও বিনামূল্যে রেশন দিতে হবে, সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে, জাতীয় পেনশন প্রকল্প বাতিল করতে হবে, নারোগ প্রকল্পে বছরে

২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দিতে হবে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য দিতে হবে, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল করতে হবে, অতি ধনীদের উপর বর্ধিত কর আরোপ করতে হবে, কর্পোরেট বৃদ্ধি কর এবং সম্পদ কর চালু করতে হবে। এদিন শ্রী সাহু আরও লড়াই আন্দোলন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। সেগুলি হল— বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক, সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে দাবিগুলি নিবিড়ভাবে প্রচার করতে হবে, শ্রমিক স্বার্থ ও জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করতে হবে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জেলাভিত্তিক যৌথ কনভেনশন এবং মে মাসে মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে যৌথ কনভেনশন এবং জুন মাসে অঞ্চলভিত্তিক কনভেনশন করতে হবে। ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে সমস্ত পর্যায়ে পদযাত্রা/জাঠা/সাইকেল র‍্যালি কর্মসূচি পালন করতে হবে, রাজ্যে সমস্ত কর্মসূচিতে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর একাধিক শক্তিশালী করতে হবে।

দাবি ও কর্মসূচির সমর্থনে বক্তব্য বলেন, এআইটিইউসি'র রাজ্য উপসাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ভট্ট, আইএনটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি কামরুজ্জামান কামার, ইউটিইউসি'র তাপস বিশ্বাস, এআইটিইউটিইউসি'র অশোক দাস, এআইসিসিটিইউ-এর বাসুদেব বসু। এছাড়া টিইউসিসি, এইচএমএস, ১২ জুলাই কমিটি, বিইএফআই-প:ব, বিএসএনএলইইউ নেতৃত্বও বক্তব্য বলেন। এদিন এআইটিইউসি'র রাজ্য কার্যনির্বাহী সভাপতি বাসুদেব গুপ্ত, সিআইটিইউ-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আইএনটিইউসি'র তপন ঘোষ, এইচএমএস-এর বি.সি.পাল সহ ৮ জনকে নিয়ে গড়া সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন।



সোমবার শ্রমিক ভবনে যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন এআইটিইউসি'র পক্ষের বিপ্লব ভট্ট।

ফটোঃ দিলীপ ভৌমিক

৩ মাসে সব  
আদালতে  
আরটিআই  
পোর্টাল চালুর  
নির্দেশ চন্দ্রচূড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ :- শীর্ষ আদালত দেশের সব রাজ্যের হাইকোর্টগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত (আর.টি.আই.) ওয়েবসাইট চালু করতে হবে। ২০০৫ সালের আর.টি.আই. আইন কার্যকর করার জন্যেই এই নির্দেশ। প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই.চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পি.এম.নরসিংহ এবং জে.পি.পর্দিওয়ালাকে নিয়ে গঠিত এক ডিভিশন সোমবার এই আদেশ দেয়।

এই ওয়েবসাইট আপাতত চালু আছে কেবল তিনটি রাজ্যে — দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশায়। কর্তৃক উচ্চ আদালত এখনও নিজেদের পোর্টাল চালু না করলেও তারা তথ্য পরিবেশন করে রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলি এই প্রক্ষে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এদিন বলেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যের উচ্চ আদালতকে এই পোর্টাল চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন দীর্ঘসূত্রতা মেনে নেওয়া হবে না। এই পোর্টাল চালু করতে হবে জেলা আদালতগুলিকেও। চন্দ্রচূড় বলেন, হাইকোর্টগুলি ইচ্ছেমত ন্যাশনাল ইনফরম্যাটিক সেন্টারের কারিগরী দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে। তাহলে ওয়েবসাইটটি সক্রিয় করা যাবে অনেক দ্রুত। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বিগত ২০০৫ সালে এই আইনটি মাস্করণে রাজ্যগুলির রূপায়ন হওয়ার ১৭ বছর পরেও দেশের বহু হাইকোর্টে তা কার্যকর হয়নি। শীর্ষ আদালতের এই আদেশপত্রটি অবিলম্বে রাজ্যগুলির হাইকোর্টের রেজিস্টারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক নির্দেশ দান ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতিরা।

অয়নের ডেরা যেন আলিবারার গুহা

## এসএসসি ছাড়া পুরসভাগুলিতেও চাকরি বিক্রি হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি হয়েছে রাজ্যের সমস্ত রকম নিয়োগে। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার শাস্তন ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলকে আদালতে পেশ করে এমনই দাবি করলেন ইউনির আইনজীবী। এদিন আদালতে ইউনির তরফে জানানো হয়, পুরসভায় টাইপিস্ট, মজদুর পদে নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে। সোমবার বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর অয়ন শীলকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করে ইউনি। সেখানে ইউনির আইনজীবী বলেন, এসএসসি – টেট ছাড়াও দুর্নীতি হয়েছে পুরসভার নিয়োগেও। রাজ্যের ৬০টি পুরসভায় ৫০০০ পদে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। এমনকী মজদুর, টাইপিস্টের পদও বিক্রি হয়েছে। চাকরি বিক্রি করে মোট ৫০ কোটি টাকা তুলেছেন অয়ন শীল।

আদালতে ইউনির আইনজীবী বেশ কয়েকটি নথি পেশ করেন। তার পর বলেন, সব নথি দেখলে আপনি শিউরে উঠবেন। শনিবার দুপুর থেকে অয়ন শীলের বিধাননগরের বাসভবনে তল্লাশি শুরু করে ইউনি। এর পর ইউনি সূত্রে জানা যায়, অয়নের ওই অফিস তথ্যে খনি। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল নথি। উদ্ধার হয়েছে আসল ওএমআর শিট। সোমবার ভোর রাতে অয়নকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান ইউনি গোয়েন্দারা।

নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার শাস্তন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অয়ন শীলের বিরুদ্ধে উঠছে বিক্ষোভের অভিযোগ। দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলতে এলাকায় দালাল নিয়োগ করেছিলেন

অয়ন। টাকা নিয়েও চাকরি দিতে না পারায় শেষে আত্মঘাতী সেই দালাল ও তাঁর ছেলে। এমনকী সুইসাইড নোট ছিল অয়নের নাম। তার ভিত্তিতে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিশে আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগও দায়ের হয়েছিল।

২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর হুগলির দেবানন্দপুরে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলে রূপকুমার আত্মঘাতী হন। শ্রীকুমারবাবুর লেখা সুইসাইড নোটে অয়নকে মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন তিনি। স্থানীয়দের দাবি, শ্রীকুমারবাবু ও তাঁর ছেলেকে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার কাজে নিয়োগ করেছিলেন অয়ন। হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে টাকা তোলেন বাবা ও ছেলে। কিন্তু কারও চাকরি হয়নি। এর পর টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিতে থাকেন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই চাপে আত্মঘাতী হন ২ জন। এর পর শ্রীকুমারবাবুর স্ত্রী অয়নের বিরুদ্ধে আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলা দায়ের করেন। পুলিশের দাবি, সেই ঘটনার তদন্ত চলছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এলাকায় সবাই অয়নকে ভদ্রলোক বলেই চেনেন। তাঁর বাবা-মাও অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। বাম জমানায় হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করতেন অয়ন। সঙ্গে কম্পিউটার সারতেন তিনি। এর পর প্রোমোটারি শুরু করেন। এলাকাবাসীর দাবি, আমরা জানতাম প্রোমোটারি করে ও টাকা করেছে। কিন্তু তার পিছনে যে এত খেলা রয়েছে তা তো সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারলাম।

সপরিবারে আত্মহত্যার নেপথ্যে নিয়োগ-দুর্নীতি!

## ২০১২ প্রাথমিক টেটে দুর্নীতির আশঙ্কা, হাইকোর্টে দায়ের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রবিবার সকালে দুর্গাপুরের কুডুলিয়া ডাঙার মিলনপল্লিতে একই পরিবারের চার সদস্যের দেহ উদ্ধার হয়। ঘর থেকে পাওয়া যায় অমিত মণ্ডলের ক্লান্ত দেহ। পাশের একটি ঘর থেকে পাওয়া যায় অমিতের স্ত্রী ১০ বছরের ছেলে ও ১ বছরের মেয়ের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, স্ত্রী সন্তানদের খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন অমিত। রবিবার রাতে পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন অমিত। তাতে তিনি তাঁর মা ও মামাতো ভাই সুশান্ত নায়ককে দায়ী করেছিলেন। নিহতের মাসতুতো বোন সুদীপ্তা ঘোষ জানান, পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য পরীক্ষা না দিয়ে ২০১২ সালের টেটে চাকরি পেয়েছিলেন বলে জানতে পেরেছিলেন অমিত। সেই কথা প্রকাশ্যে আনতেই তাঁকে নানা ভাবে চাপ দিচ্ছিলেন সুশান্ত ওরফে নাটু। এর পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কি ২০১২ সালের প্রাথমিক টেটেও দুর্নীতি হয়েছে?

ওদিকে শনিবার শাস্তন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলির একাধিক ঠিকানায় তল্লাশির সময় তাঁর একটি ফ্ল্যাটের প্রোমোটার অয়ন শীলের খবর পান ইউনি

গোয়েন্দারা। তাঁর বিধাননগরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে গোয়েন্দারা ২০১২ সালের প্রাথমিক টেটের চাকরি প্রার্থীদের তালিকা পান। কাকতালীয় এই ২ ঘটনা পর পর প্রকাশ্যে আসতেই ২০১২ টেটে দুর্নীতির সন্ধানবনা খতিয়ে দেখতে সিরিআই তদন্তের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। এব্যাপারে মামলা দায়ের করে মামলাকারীকে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজশেখর মাছু।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্ত্রী ও সন্তানদের খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন পেশায় জমি-বাড়ির ব্যবসায়ী অমিত। এর পর নিহতের মাসতুতো বোন জানান, পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সুইসাইড নোট লিখে রেখে গিয়েছেন অমিত। সেখানে মা বুলারানি মণ্ডল, এক মামাতো ভাই ও আরেক মামাতো ভাইয়ের স্ত্রীকে দায়ী করেছেন তিনি। এর পর দুর্গাপুর থানায় অমিতের পরিবারের ২০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেন নিহত রূপার বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার অমিতের মা বুলারানি মণ্ডল, মামাতো ভাই প্রশান্ত নায়ক ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

□ জিতেন্দ্র গ্রেগারে সুপ্রিম-বাখা। পৃষ্ঠা : ২ □ কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা প্রধান বিচারপতির। পৃষ্ঠা : ৫ □ আফ্রিকার ঝড়ে মৃত্যু বেড়ে পাঁচ শতাধিক। পৃষ্ঠা : ৭







# আজকের দুনিয়া

## পেনশনের বয়স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ম্যাক্রোঁ’র ইস্তফার দাবিতে পুঁজিবাদ দূর হটো আওয়াজে

# জ্বলছে ফ্রান্স

মঙ্গল উপাখ্যায়



গোটা ফ্রান্স যেনা পথে নেমে এসেছে চলতি বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের সমর্থনে।

ফটো : এএফপি

বাইডেনের নাকে সিস্ট, পুতিনের স্বাস্থ্য কেমন, মানুষের সঞ্চয় মেরে দেওয়া ইলোন মাস্ক কতটা উদার বা মহাপতনের মধ্যেও আদানি পুত্রর বাগদান কেমন হল এই সব খবরের ভিড়ে এই বিশ্বে ফ্রান্স বলে কোনো দেশ আছে বোঝার কোনো উপায় নেই। নিরাপত্তার পরাকাষ্ঠা কর্পোরেট পরিচালিত একচেটিয়া সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে সন্তুর্ণনে তা অগোচরে রেখে দেবার কি মরিয়া প্রয়াস!

জ্বলছে ফ্রান্স। ম্যাক্রোঁ সরকারের পেনশনের বয়স ৬২ থেকে ৬৪তে বাড়িয়ে দেবার ঘোষণা গণ ক্ষোভে অগ্নিসংযোগ করেছে। আর, তাতে সংসদের ভিতরে-বাইরে প্রবল প্রতিবাদের মুখে পরাজয় এড়াতে ভোটাভুটির বদলে সংবিধানের জরুরি ধারা ৪৯-এর ৩ উপধারা প্রয়োগ করে পেনশন বিল লাগা করে এখন অল্পপাতের সৃষ্টি করেছে। গোটা ফ্রান্স পথে নেমে এসেছে। পথেপথে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ ঘটে চলেছে। কেবল পেনসোনাররাই নন, এই বিক্ষোভে সামিল শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, ডাক্তার, ছাত্র-যুব-মহিলা পরিষেবা কর্মী-সাফাই কর্মী, পথ- জল- রেল পরিবহণের কর্মীগণও। জানুয়ারির টানা ৯ দিনের ধর্মঘটের পর আবার গত সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে টানা পেশাগত ধর্মঘট করেছে। আগামী শুক্রবার ২৩ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের সলতে পাকানো চলছে। আওয়াজ উঠেছে ‘ম্যাক্রো যদি ছাড়’,

‘ওরা বলছে পুঁজিবাদ আমরা বলছি লড়াই’, ‘অধিকার রক্ষায় লড়াই করা। ফরাসি জনগণ তাদের অবসরের সুবিধাগুলি রক্ষার ভাগিদ থেকে দেশব্যাপী প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। কারণ বন্ধ দরজার পিছনে আইন প্রণেতাদের একটি কমিটি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর অজনপ্রিয় পেনশন পরিকল্পনার শব্দটিকে বৈধতা দিয়েছে। অবসরের বয়স ৬২ থেকে ৬৪তে বাড়িয়ে দেবার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ম্যাক্রোঁর সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই ম্যাক্রোঁকে একতরফাভাবে অজনপ্রিয় পরিবর্তন চাপিয়ে দিতে হল। ইউনিয়নগুলি হিসাবে যে সারা দেশে প্রায় ২০০টি বিক্ষোভ এই রাজনৈতিক পরিণতি পরিবর্তন করে ছাড়বে। ম্যাক্রোঁ জেক ফরাসি অর্থনীতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য হিসাবে প্রচার করছেন।

এমনিতেই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। গত বুধবার ব্রিটেনে, শিক্ষক, জুনিয়র ডাক্তার এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কর্মীরা ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির জন্য উচ্চ বেতনের জন্য ধর্মঘট করেছেন। এবং স্পেনের বামপন্থী সরকার উপার্জনকারীদের উচ্চ মজুরির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় বাড়িয়ে তার পেনশন ব্যবস্থাকে বাঁচাতে শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যোগ দিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি ঘোষণা

করেছে। ফরাসি ইউনিয়নগুলি বলেছে স্পেনের মতো সমাধান করা হোক। কিন্তু ম্যাক্রোঁ ট্যাক্স বাড়াতে অস্বীকার করেছেন, বলেছেন যে এটি দেশের অর্থনীতিকে কম প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। এদিকে, ফ্রান্সের অবসরপ্রাপ্ত জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ১০ লাখে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্যারিসের মেয়র, সমাজতান্ত্রিক অ্যান হিডালগো বলেছেন, তিনি ধর্মঘটকে সমর্থন করেন। সরকারের মুখপাত্র ভেরান সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি যদি তা না মেনে চলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। স্বর্ণ-তোরণ ইনভালাইডসে নেপোলিয়নের সমাধির কাছে প্যারিসের বিক্ষোভে জোরে গেয়ে বাজিয়ে এবং ইউনিয়নগুলি বিশাল বিশাল বেতুন ওড়াচ্ছে। যেগুলির ব্যানারের ভাষা হল ঃ তারা বলে পুঁজিবাদ। আমরা বলি লড়াই। অন্যরা বলেছিল এটি প্যারিস ক্ষুদ্র বা যদি অধিকার রক্ষা করা না হয় তবে তাদের পদদলিত করা হবে। যদি আমরা এখন কথা না বলি, তাহলে ফরাসিরা যে সব অধিকারের জন্য লড়াই করেছে তা হারিয়ে যাবে। ৩৬ বছর বয়সী অভিনেতা নিকোলাস ডুরান্ড বলেছেন, ম্যাক্রোঁ ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং ধনীদের সাথে বিছানায়। সরকারের লোকদের পক্ষে কঠোর পরিশ্রম বলা সহজ, কিন্তু তাদের জীবন সহজ হয়েছে। ১০ দিন ধরে সাফাই কর্মীদের ধর্মঘট আবর্জনার স্তুপে

ভাসিয়ে দিয়ে প্যারিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সাম্প্রতিক বিক্ষোভে পুলিশ যত তাতে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা ততই আগুনে পুলিশ অভিযানের মোকাবিলা করে চলেছে। ৪১ বছর বয়সী নার্স মাগালি ব্রটেল বলেন, যারা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করবে তারাই খারাপ চুক্তি পাবে। সবসময়ই এমন হয়। খুব ধনী লোকেরা বেশি করে ট্যাক্স দিতে পারে যা বৃদ্ধ জনসংখ্যার জন্য অর্থ প্রদানের একটি ভাল সমাধান। কেন আমরা কার্যকরভাবে সবচেয়ে বয়স্ক এবং দরিদ্রতমদের উপর কর আরোপ করছি?

ট্রেনের চালক, স্কুলের শিক্ষক, ডক কর্মী, ভেল শোধানাগারের কর্মী এবং অন্যান্য ফরাসি শহরগুলির ফুটপাথে হাজার হাজার টন আবর্জনা জমা করে দেখেছে। ইতিমধ্যে, ধর্মঘটের কারণে গণপরিবহণ ব্যাহত হয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ উচ্চ-গতির ট্রেন এবং অর্ধেক আঞ্চলিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। প্যারিস মেট্রো ধীর হয়ে গেছে, এবং ফ্রান্সের বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিলম্বের বিষয়ে সতর্ক করে বলেছে, প্যারিস-ওরলি বিমানবন্দরের ২০ শতাংশ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনীর মোকাবিলা করে মিছিলকারীরা রাস্তা বা দিক ধরে এগিয়ে চলেছে। কালা পোশাকধারী

বিক্ষোভকারীদের এক একটি দল গঠন করে কিছু কিছু ছোট ব্যবসায় হামলা চালায়।

সংসদে রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের মধ্যেও বিভাজন এবং কেউ কেউ বিপক্ষে ভোট দেওয়ার বা বিরত থাকার পরিকল্পনার ফলে বিলের ভবিষ্যৎ অপ্রত্যাশিত করে তোলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই, ম্যাক্রোঁর সরকার একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে ঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় পরিষদে একটি ভোট গৃহীত হলে বিলটিকে প্রত্যাখ্যান হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গণতান্ত্রিক বিতর্কের অভাব সম্পর্কে রাজনৈতিক বিরোধী দল এবং ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সমালোচনার ঝুঁকি নিয়ে, ম্যাক্রোঁ ভোট ছাড়াই সংসদের মাধ্যমে বিলটিকে জোর করে পেশ করেন। অবশেষে, প্রধানমন্ত্রী এলিসাবেথ বোর্ন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯৩ প্রয়োগ করেন। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার কোনও গ্যারান্টি ছিল না। এই পদক্ষেপ বিরোধী রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। অনেকেই প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করেছেন, লা মার্সেইলাইজ গেয়েছেন এবং পার্লামেন্টে প্রতিবাদের চিহ্ন তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ৬০ বছরেরও বেশি সময়ে এবং সমস্ত শেডের সরকারগুলির দ্বারা ১০০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ম্যাক্রোঁ গত বছর অবসর গ্রহণের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হন, কিন্তু ক্ষমতাসীন জোটের

বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এবং পেনশন পরিবর্তনগুলি পাস করতে রিপাবলিকান দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তারা জানত যে তাদের কিছু সংসদ সদস্য বিলটির সুস্পষ্ট অজনপ্রিয়তার মুখোমুখি হয়ে বিপক্ষে ভোট দিতে বা বিরত থাকতে পারে। তাই তারা বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতার (৪৯.৩)-এর আশ্রয় নেয়। বামপন্থী এবং উগ্র ডানপন্থী আইন প্রণেতারা এর যোর বিরোধী। জাতীয় সংসদের পরিস্থিতি আরও জটিল।

শুক্রবার প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে বিরোধী দলগুলো। বামপন্থী দল লা ফ্রান্স ইনসুমিস (এলএফআই) এর নেতা, ম্যাথিন্ড প্যানোট টুইট করেছেন যে জনাব ম্যাক্রোঁ সংসদীয় বা জনপ্রিয় বৈধতা ছাড়াই দেশকে একটি সরকারি সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন। ফ্রান্স সরকার পার্লামেন্টে ভোট ছাড়াই পেনশন সংস্কারের মাধ্যমে জোর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দুই মাসের উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ধর্মঘটের জন্ম দেয়।

এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করতে হাজার হাজার মানুষ প্যারিস এবং অন্যান্য ফরাসি শহরের রাস্তায় বেড়িয়ে এসেছে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এবং ট্রেড ইউনিয়নের পতাকা নেড়ে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সাথে স্থানান্তনে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। প্লেস দে লা কনকর্ডের মাঝখানে আগুন জ্বলছে এবং স্কোয়ারটি পরিষ্কার করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। প্যারিস পুলিশ শনিবার তৃতীয় রাতের জন্যও বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কারণ সংসদীয় ভোট ছাড়াই রাষ্ট্র

পেনশনের বয়স বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ দেশজুড়ে মিছিল করেছে।

বিরোধী দলগুলি এখন অনাস্থা ভোটের দিকে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকারের পতন হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। এটি এখনও ধারণা। কিন্তু অতি-ডান, বাম এবং অনেক রক্ষণশীল বিরোধীরা সবাই একত্রিত হতে চলেছে।

ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এবং পেনশন পরিবর্তনগুলি পাস করতে রিপাবলিকান দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তারা জানত যে তাদের কিছু সংসদ সদস্য বিলটির সুস্পষ্ট অজনপ্রিয়তার মুখোমুখি হয়ে বিপক্ষে ভোট দিতে বা বিরত থাকতে পারে। তাই তারা বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতার (৪৯.৩)-এর আশ্রয় নেয়। বামপন্থী এবং উগ্র ডানপন্থী আইন প্রণেতারা এর যোর বিরোধী। জাতীয় সংসদের পরিস্থিতি আরও জটিল। শুক্রবার প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে বিরোধী দলগুলো। বামপন্থী দল লা ফ্রান্স ইনসুমিস (এলএফআই) এর নেতা, ম্যাথিন্ড প্যানোট টুইট করেছেন যে জনাব ম্যাক্রোঁ সংসদীয় বা জনপ্রিয় বৈধতা ছাড়াই দেশকে একটি সরকারি সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন। ফ্রান্স সরকার পার্লামেন্টে ভোট ছাড়াই পেনশন সংস্কারের মাধ্যমে জোর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দুই মাসের উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ধর্মঘটের জন্ম দেয়। এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করতে হাজার হাজার মানুষ প্যারিস এবং অন্যান্য ফরাসি শহরের রাস্তায় বেড়িয়ে এসেছে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এবং ট্রেড ইউনিয়নের পতাকা নেড়ে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সাথে স্থানান্তনে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। প্লেস দে লা কনকর্ডের মাঝখানে আগুন জ্বলছে এবং স্কোয়ারটি পরিষ্কার করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। প্যারিস পুলিশ শনিবার তৃতীয় রাতের জন্যও বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কারণ সংসদীয় ভোট ছাড়াই রাষ্ট্র

ধর্মঘট চার বছর আগে তথাকথিত গিলেটস জাউনস (ইয়েলো ভেস্ট) বিক্ষোভের পর থেকে রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে তার কর্তৃত্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে দিয়েছে। বিরোধীরা নিয়মিত বিলটিকে নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অপমানজনক বলে বর্ণনা করেছে। ম্যাক্রোন, পদত্যাগ করুন! এবং দক্ষিণ প্যারিসের প্লেস ডি'ইতালিতে স্লোগান উঠেছে ম্যাক্রোঁ ভেঙে যেতে চলেছে, আমরা জিততে যাচ্ছি।

ফ্রান্সের প্রধান ইউনিয়নগুলির একটি বিতৃত জোট বলেছে যে তারা এই কালা বিল পাল্টে দেবার জোরদার করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটেরও দিন নির্ধারিত হয়েছে।

পৌর কর্তৃপক্ষ শনিবার রাতে প্যারিসের কেন্দ্রীয় প্লেস দে লা কনকর্ড এবং কাছাকাছি চ্যাম্প-এলিসিসে সমাবেশ নিষিদ্ধ করে এবং জায়গায় জায়গায় গ্রেপ্তার চালাচ্ছে। এর আগে ফরাসি রাজধানীতে, রেভোলিউশন পার্মানেন্ট একদল ছাত্ররা পথে নেমে ফোরাম দেস হ্যালেস শপিং মলে আক্রমণ করে, ব্যানার নেড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং প্যারিস দাঁড়াও, ওঠো বলে বিক্ষোভ করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওগুলি দেখিয়েছে বিএফএম টেলিভিশন উত্তরে কমপিগনে, পশ্চিমে ন্যটেস এবং দক্ষিণে মার্সেই-এর মতো শহরে কেমন করে চলমান বিক্ষোভ ঘটে চলেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে বোর্দোতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কাদানে গ্যাস ব্যবহার করেও ব্যর্থ হয়।

যোগ দিতে শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়া প্রত্যাখ্যান করার পরে প্যারিসের রাস্তায় আবর্জনার স্তুপ গড়ে উঠেছে। টোটালএনার্জিস শোধানাগার এবং ডিপোগুলির প্রায় ৩৭ শতাংশ অপারেশনাল স্টাফ – দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের ফেইজিন এবং উত্তরে নরম্যান্ডি সহ সাইটগুলিতে – শনিবার ধর্মঘটে করে। রেল রোলিং ধর্মঘট অব্যাহত। যদিও জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে আট দিনের

দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং অনেক স্থানীয় শিল্প ধর্মঘট এখনও পর্যন্ত অনেকাংশে শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু, বর্তমান অস্থিরতা ইয়েলো ভেস্টের (হলুদ বিক্ষোভের) কথা মনে করিয়ে দেয়। যা ২০১৮ সালের শেষের দিকে স্থালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে শুরু হয়েছিল। এই বিক্ষোভগুলি ম্যাক্রোঁকে কার্বন ট্যাক্সের আংশিক পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল।

প্যারিসের পুলিশ শনিবার, ১৮ মার্চ কেন্দ্রীয় প্লেস দে লা কনকর্ডে জমায়েত নিষিদ্ধ করেছিল। তবু, শনিবার, হাজার হাজার মানুষ প্লেস দে লা কনকর্ডে জড়ো হয়েছিল এবং ম্যাক্রোঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ায়। আগামী বৃহস্পতিবারের জন্য নির্ধারিত দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটের নবম দিনের আগে ইউনিয়নগুলি প্রতিরোধের দৃঢ় প্রদর্শনের আহ্বান জানানোর পরে, বোর্দো, ন্যটেস, মার্সেই, ব্রেস্ট এবং প্যারিসের অন্যান্য অংশের মতো শহরগুলিতে বিক্ষোভ চলছে।

বিলবোর্ড এবং স্লোগান যেমন, ম্যাক্রোন ভেঙে যাচ্ছে, আমরা জিততে যাচ্ছি এবং ম্যাক্রোন, পদত্যাগ করুন! মার্সেই, মন্টপেলিয়ার এবং ন্যটেসের মতো বেশ কয়েকটি ফরাসি শহরও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সাক্ষী ছিল এবং সহিংসতার উদাহরণও ছিল। অন্যান্য সাইটে, আপাতদৃষ্টিতে ম্যাক্রোন সম্পর্কে, একটি ব্যানারে লেখা ঃ প্যারিস, দাঁড়াও! ওঠো!

জরিপ অনুসারে, ফরাসি নাগরিকদের দুই-তৃতীয়াংশ পেনশন পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। ২০২২ সালেও পার্লামেন্টে ম্যাক্রোঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থার দুটি ভোট পাস হয়েছে। বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও, তারা গভীর অসন্তোষের থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ইউনিয়নগুলি পেনশন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কনফেডারেশন জেনারেল ডু ট্রাভেল (সিজিটি) বলেছে যে ২৩ মার্চ আরেকটি ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের পরিকল্পনা থেকে পিছু হঠছে না।



হানে হানে চলছে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ।

ফটো : এএফপি



## কালান্তর সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬১ সংখ্যা □ ৬ চৈত্র ১৪২৯ □ মঙ্গলবার

## উদ্ব্বেগ থাকছেই

কখনও তিনি বলছেন ২০৪৭ সালে উন্নত দেশ হয়ে উঠবে তার হাত ধরে, আবার তিনি বলছেন ভারত হয়ে উঠছে বিশ্ব অর্থনীতির ‘উজ্জ্বল বিদ্যু’। কিন্তু উদ্ব্বেগ কাটছে না এবং তা বার বার ফুটে উঠছে বিভিন্ন খবরে। চানা তিন মাস ধরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কমে চলছে ভারতের রপ্তানি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি ৮.৮ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৩৩৮৮ কোটি ডলারে। কমেছে আমদানিও ৮.২১ শতাংশ, হয়েছে ৫১৩১ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির ফারাক এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৪৩ কোটি ডলার। এই ঘটনা চাহিদার অভাবকেই প্রকট করে তুলছে।

জানুয়ারি মাসে তুলনায় সামান্য কমলেও ফেব্রুয়ারিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বস্তিসীমার উপরেই থাকল পণ্যের খচুরো দরে মূল্যবৃদ্ধির হার। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে জানুয়ারিতে যে হার ছিল ৬৫২ শতাংশ তা ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে ৬.৪৪ শতাংশ। এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবারও বাধ্য হবে ফের সুদের হার বাড়িয়ে তো। চড়া মূল্যবৃদ্ধি গোটা বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কাছেই বেশ চিন্তার কারণ।

আর কোনও রাখঢাক না করে অর্থমন্ত্রী বলে ফেলেছেন ৮ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি। লোকসভায় বলা হয়েছে ২০১৪ সালে নোট ও কয়েন মিলিয়ে ভারতের অর্থনীতিতে মোট নগদের জোগান ছিল ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। আর ২০২২-র মার্চে তা এসে দাঁড়িয়েছিল ৩১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকায়। বর্তমানের হিসেব এখনও প্রকাশ করেনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গত মার্চে ভারতের জিডিপি’র তুলনায় নগদের জোগান ছিল ১৩.৭ শতাংশ। তা হলে প্রশ্ন আসছে ২০১৬’র নভেম্বরে নোটবন্দি কিসের জন্য করেছিলেন মোদিজি? ২০১৬’র মার্চে নগদের জোগান ছিল ১৬.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা, ২০১৭তে তা খানিকটা কমলেও (তার কারণ নোট বদল করতে গিয়ে মানুষ খরচ কমাতে বাধ্য হয়েছিল) ২০১৮ থেকে অর্থ ব্যবস্থায় নগদের জোগান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তা হলে আবারও প্রশ্ন উঠছে মোদিজির ডিজিটাল অর্থনীতি কি জাল জোট, কালো টাকা, ড্রাগ চোরালানান ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কমিয়েছে? মোদিজি কিন্তু এই সব বন্ধ করতেই নোটবন্দি করে ঘোষণা করেছিলেন। তা যদি না হয়ে থাকে তবে তিনি কিন্তু মানুষকে উদ্ব্বেগের মধ্যেই রেখে চলেছেন।

আর শেষ না হয়েও শেষ কথা হল উদ্ব্বেগ-আশঙ্কায় ভুগে পতন অব্যাহত শেয়ার বাজারে। এই সপ্তাহে কি হয় তা কিন্তু নির্ভর করছে বিদেশি লগ্নি কতটা আসে তার ওপর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আমেরিকায় দু-দুটি ব্যাঙ্কের দেউলিয়া দশা গোটা বিশ্বের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এর পিছনে আন্তর্জাতিক প্রধান কারণ হল লাগাতার সুদের হারের বৃদ্ধি। গত সপ্তাহে ফের পড়েছে টাকার দাম। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা বাড়িয়ে রপ্তানি কমেছে, চাহিদা কমেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি ভারতে উদ্ব্বেগের অন্যতম কারণ। মূল্যস্ফীতির হারে লাগাম পরানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়িয়েই চলেছে, তাতে কিন্তু মূল্যস্ফীতির বিশেষ সূরাহা হয়নি। সুদের হার বাড়িয়ে লগ্নি বৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে উদ্ব্বেগে রয়েছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। ফলে চাহিদাতেও তা উদ্ব্বেগ সৃষ্টি করবে। এই উদ্ব্বেগ কিন্তু অতিমারির আগে থেকেই রয়েছে, যার প্রধান কারণ হল—ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে আরও কর্পোরেট পুঁজির কাছে সঁপে দেওয়ার জন্য, তাই এই উদ্ব্বেগ কমবে না।

## খেতমজুর, দলিতদের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন!

সুবীর মুখোপাধ্যায়

এই সময়ের কয়েকটি ঘটনাবলি হল— মনরোগা প্রকল্পের জন্য ১৯ রাজ্যের বরাদ্দ বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র, পেয়াজের দর তলানিতে আবার লংঘাচ্ছে কৃষকেরা, নদীর পলি পাচার ইটভাটায়, সাধারণ বনিয়াদি পরিকাঠামো অপ্রতুল, জিডিপি’র ধারাবাহিক শ্রুত হওয়া এই দেশ জুড়ে দলিত অত্যাচার, ঝলছে জঙ্গল। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্বখ্যা কর্মসূচির অধিকাংশ বলছেন ধর্মীর দেশের হাতে কোটি কোটি ডলার সম্পদ জমে আছে, অথচ বিশ্বের নানা প্রান্তে অভূত শিশুর কান্না শোনা যায়, এ আমাদের সবার লজ্জা। কিন্তু আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকদের যে লজ্জা পেতে নেই তা ভারতের বৃহত্তম অংশের মানুষ অনুভব করতে পারছেন। কিছু মানুষ ফেলে ছড়িয়ে, অবান্তর ব্যয় করে বাঁচেন, আর বহু মানুষের হাতে কাজ না থাকার কারণে দুবেলা খেতে পান না। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের দুর্দশা আরও কঠিন। কাজের সামান্যতম সাংবিধানিক সুযোগও পাওয়া যাবে না নানা অজুহাত ও কুট রাজনীতির দ্বন্দ্বে।

মহাশ্মা গান্ধি জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ খাতে দেশের অধিকাংশ রাজ্যকেই তাদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সব মিলিয়ে ১৯টি রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ খাতে তাদের বরাদ্দ পায়নি (১৫/৩/২৩)। না পাওয়ার কারণ সঠিক পদ্ধতিতে প্রকল্পের খরচের হিসাব রাজ্যগুলি দিতে পারেনি। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়নসহ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এই কমিটি প্রতিবেদন অনুসারে দেশের ২৭১১০২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২১৯৮৮৯টি পঞ্চায়েতে কম্পিউটার আছে। কিন্তু ব্রডব্যান্ড বা ইন্টারনেট সমস্যার কারণে বহু কাজই যথাসময়ে করা যাচ্ছে না। আসলে বর্তমান সরকার এই প্রকল্পের ভিত্তীকেই নষ্ট করে দিতে চাইছে। অথচ এই প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হলে বছরে ২০০ দিনের কাজ দেওয়া সম্ভব। বর্তমান মজুরি ২৮০ টাকা তাকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করার দাবি করছে খেতমজুর ইউনিয়ন, যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে মানানসই।

গ্রামীণ ক্ষেত্র অসুবিধায় রয়েছে, খেতমজুরেরা কাজ পাচ্ছেন না। এটা যেমন ঘটনা তেমনি কৃষকেরাও তাদের ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না। রাজ্যের আলু চাষিরা গত মরসুমেও যেমন ভুগেছে এই মরসুমেও তেমনি পিঁপড়বেন বা আলু চাষের ক্ষমতা পলিভূত হচ্ছে। অনেকেই খরব হয়েছিল ৭০ কিমি পথ বয়ে ৫১২ কেজি পেঁয়াজের দাম মিলেছিল ২ টাকা! গ্যাসের দাম ১১২৯, খুচরো বাজারে ভোগ্যপণ্যের অগ্নিমূল্য। বর্তমানে আলু বিক্রি হচ্ছে ১০–১২ টাকা কেজিতে, পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৫–২০ টাকার মধ্যে। পেঁয়াজের অভাবি বিক্রির প্রতিবেদে আবারও নাসিক থেকে মছাদপুরে কৃষকেরা লংঘাৎ করছেন। ২০১৮ সালে নাসিক মুম্বাই কিম্বা লং–ম্যাচ সারা দেশের রাজনীতির মত পাশে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম কুইট্যালে ৫৫০ টাকা মাত্র। কৃষকেরা জাতীয় সড়কের ধারে পেঁয়াজ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকদের কথা— কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান, ঋণ ও বিদ্যুতের বিল মকুব করার মত কোনও ত্রাণ দিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজি নয়। তাই এই লং–মার্চ।

রাজ্যে দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে চুরি হচ্ছে নদীর পলি। ২৪ পরবানা জেলার বিদ্যাধরী নদীর পলি অবৈধভাবে কেটে ব্যবহার করা হচ্ছে ইটভাটায়। হাডোয়া থানার কুলটার এই ঘটনা। করণত শ্রমিকদের কথা—তারা পেটের দায়ে মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। পলি কাটার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা বলছেন তারা অনুমতি পেয়েই এই কাজ করছেন। এদের ভূমি দপ্তরের কর্তারা এবং পঞ্চায়েত কর্তৃ মুন্সি সর্পারের কথা—নদীর পলিমাটি কাটা অবৈধ। সংগঠিত প্রতিবাদ দানা বাঁধতে পারছে না রাজ্যে। রাজ্যের শাসক দলের পক্ষেও রয়েছে নানা হুমকি, ১০০ দিনের কাজ থেকে রেশন, কোনও সহায়্যই মিলবে না প্রতিনিয়াকারীদের।

জাতীয় সড়কের পাশে বিষ্ণুপুর রেজের জঙ্গলে আগুন, ৫০০ মিটার এলাকার বন জুড়ে ছাই। এলাকায় যখনা বাঁধের অধিকারীরা বাড়ির পরিবারকে কথা হল জঙ্গলের আগুন বাড়ির কাছে, তারা আতঙ্কিত, বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই, ঘোঁয়ায় শ্রাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বনের কাঁট সংগ্রহ করতে যান এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষেরা। রান্নার গ্যাসের দাম এখন নিম্নবিত্তদের ধরা ঐয়ের বাইরে চলে গেছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে এই সময়ে ৭৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার রান্না করছে কাঠকুটো জ্বালিয়ে। কারি ‘উজ্জ্বল’ প্রকল্পে, (যার সূচনা ২০১৬ সালে হয়েছিল), তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। গ্রামীণ ভারতের উজ্জ্বলা প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মেয়েদের কাছে স্বচ্ছ জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া। সে কাজে প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়েছে, কারণ দরিদ্রতর রাজ্যগুলিই প্রধানত রান্নার গ্যাস গ্রাস্তির ক্ষেত্রে ব্যস্ততার মধ্যে ছিল। এক্ষেত্রে দুর্বস্থা সর্বাধিক ছতিসগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ। সমীক্ষা বলছে—দরিদ্রতম মানুষের গৃহস্থলীতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশ। কিন্তু রাজ্যগার কমেছে এবং মূল্যস্ফীতির হার ছাড়িয়ে যাচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির হারকে। এই অবস্থায় কাজ না থাকা বা মজুরি কম যাওয়া মানুষকে সর্বাধিক বিপাকে ফেলেছে।

ভারতের শহরগুলিতে সাধারণ বনিয়াদি কাঠামো যথেষ্টই অপ্রতুল। মার্চ

মাসের ২ তারিখ ব্রহ্মপু্রম বর্জক্ষেত্রে আগুন লেগে গিয়েছিল, ফলে সৈকতশহর বিখ্যাত খোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়। ফলে এলাকার বহু মানুষকেই সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে ২০১৬ সাল থেকেই অনুমতি পত্র ছাড়াই কাজ করছে এবং ফলত প্রাস্টিক পৃথকীকরণ অথবা পচনশীল বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণের মত বিভিন্ন বাধ্যতামূলক মাপকাঠি লঙ্ঘন করে চলেছে। বর্তমান ভারতে আইন না মানাটাই যেন দস্তুর। এটাতো শহরের কথা, কিন্তু গ্রামের কৃষিক্ষেত্রের কৃষি মজুরেরা তাদের কৃষিক্ষেত্রে চাষের কাজে যে কীটনাশক ব্যবহার করে তাতে তাদের কোনও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকছে না। ফলে গ্রামীণ কৃষিমজুরেরা নানা ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় বা প্রতিকার গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি কোনও যত্ন নেবার ক্ষেত্রে অনীহাই প্রকাশ পাচ্ছে সরকারের। সরকার শুধুই ব্যক্তিগত লাভের বিষয়গুলি দেখছে।

বেসরকারি ব্যবসা ও পারিবারিক সংস্থাগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে, তাতে অনেকের আপত্তি। তবে তারা যদি সরকারের জন্য সমান প্রতিযোগিতার জমি কেড়ে নিয়ে শক্তির হয়ে ওঠে, সেটা কামা নয়। তাই আপত্তি উঠছে সরকার ও প্রধানের সঙ্গে শিল্প গোষ্ঠীর দরহম–মহরম নিয়ে। সরকার ও শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে অস্বচ্ছ যোগাযোগ কমানোর দাবি উঠেছে। দাবি রয়েছে ভূমিহীনদের জন্য জমি।

এই সবের সঙ্গে চলেছে দলিতদের ওপর অত্যাচার। কোনোটাই কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? মনে হয় না। কারণ দেশের সর্বাধিক মানুষ যে গোষ্ঠীর তারাই আজ অত্যাচারিত এবং তারাই কাজ করে চলেছেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে। সুযোগ পাচ্ছে উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবারগুলি, যারা দেশের জনসংখ্যার তিন শতাংশের কাছে। বাকিরা সমস্ত রকম সুযোগ সহযোগিতা রহিত।

এই যখন অবস্থা তখন ২০৪৭ সালে উন্নত দেশ হয়ে ওঠার স্বপ্ন ফেরি করছে মোদিজি’র নেতৃত্বের বিজেপি সরকার। কিন্তু আশঙ্কার মেঘ কেটে গেছে এমন কত কেউই বলতে পারছেন না। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্নর রঘুরাম রাজন বলছেন ভারত বিপজ্জনকভাবে ১৯৫০–৮০ পর্যন্ত সময়ের বৃদ্ধির হারের পক্ষেই এগিয়ে চলেছে। সরকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত এপ্রিল–জুন ত্রৈমাসিকে মোটের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ১৩ শতাংশের বেশি। কিন্তু জুলাই সেপ্টেম্বরে তা কমে আসে ৬.৩ শতাংশে এবং অক্টোবর–ডিসেম্বরে তা আরও কমে হয় ৪.৪ শতাংশে। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩–এ তা আরও কমবে। তাই প্রশ্ন উঠেছে বৃদ্ধির চাকার গতি আসবে কোথা থেকে? মোদিজির সরকার কিন্তু এতেও দমে যাচ্ছে না, সরকার বলছে মূল্যবৃদ্ধি ধরে গত অর্থবর্ষে দেশবাসীর মাথা পিছু আয় ২০১৪–১৫ সালের ৮৬,৬৪৭ টাকা থেকে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ১.৭২ লক্ষ, বৃদ্ধি ১৯ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধি বাদ দিলে তা হবে ৩৫ শতাংশ। এখানে সমপাত্তন কেঁপে কয়েনাকালে মানুষের রোজগার যখন কমেছে, কাজ যখন হারিয়েছে বহু মানুষ, তখন দেশের পুঁজিপতিদের আয় বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। এই যে বৃদ্ধি তাতে আমজনতা কোথায়? এই যে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি তাহলে গড় ধরে হিসাব করার করণে। আর মোদিজি তো বলছেন তার প্রতি সমর্থন আয় বেড়েছে। কিন্তু ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের! যদিও তিনি খরচের কথা ভেবে ভারতের জনগণনাকে এড়িয়ে চলেছেন।

যেহেতু এই আয় বৃদ্ধি একটি গড়ের হিসাব এটা যে আয় বৈষম্যেরও একটি দলিল তা কিন্তু স্ত্রীকার করছেন না মোদিজির সরকার। রাজগারের নিরিখে ওপর দিকের ১০ শতাংশের আয় বেড়েছে। কিন্তু বাজারে সদ্য পা রাখাদের অর্থাৎ ১৫–১৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি কিন্তু থমকে রয়েছে। এদের অধিকাংশের বাস গ্রামে অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি এই হিসাব ভারতের জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানেই বিপদ। সর্বাধিক ধাক্কা লেগেছে ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়ে। এর ফলে চাহিদাও কমেছে বাজারে। ফলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগও কমেছে, ফল চিনা পড়ছে কর্মসংহানে। এই অবস্থা যে এই ২০২২–২৩ এ এসে ঘটছে তা কিন্তু নয়। এই ঘটনা ঘটে চলেছে ২০১৬–১৭ সাল থেকেই।

এই অবস্থায় ব্যতিক্রম শুধুই কৃষি ক্ষেত্র। অলাভজনক বলে অনেকে বললেও এখানে উৎপাদন দ্বিভিংশীল প্রাকৃতিক পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে এই কৃষিক্ষেত্রেরও বিপদ। কারণ কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগে কর্মসংহান। কত্রোনালগ্না যে গ্রামীণ ক্ষেত্র এই দেশকে কাজ দিল এবং সেক্ষেত্রে এমজিএনআরইজি এই ছিল মূল সহায়, আর এই সরকার এই প্রকল্পেরই স্বত্ত্বানাস ঘটিতে চাইছে।

স্বাভাবিক কারণেই খেতমজুর ইউনিয়ন তার সংগ্রামের ফসলকে হেলায় হারিয়ে দিতে চাইবে না। দেশভর্যে এ নিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। গঠিত হয়েছে, সারা ভারত দলিত অধিকার রক্ষা কমিটি। আগুয়াজ উঠেছে এমজিএনআরইজিএতে ২০০ দিনের কাজ দিতে হবে এবং দৈনিক মজুরি টাই ৬০০ টাকা। দাবি উঠেছে দেশ জুড়ে দলিত হত্যা, দলিত নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। দেশের আদিবাসীশােরে জল জঙ্গল জমির অধিকার আইন দেশ জুড়ে লাগু করতে হবে। অধিকার শুধু তিন শতাংশের জন্য নয়, অধিকার দিতে হবে ৯৭ শতাংশকে।

### বঙ্গ–চিনি ভাই ভাই

সুদীপ বসু

একসময় এই বাংলার দেওয়ালগুলোয় ঝলঝল করতো, ‘চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’। সেসব কথা এখন গতরাতের স্বপ্নের মতন। কিন্তু বাঙালির চেতনায় চিনের অবস্থানের ইতিহাস আজকের নয়। হাজার বছরের অছি্ল এই সম্পর্কের বাঁধন। রবীন্দ্রনাথ চিনবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, .... দুর্লভ্যা বাধা অতিক্রম করে, জাতি–ভাষা–ঐতিহ্যের বৈপরিত্যকে অস্বীকার করে, প্রেম ও মৈত্রী’র যে রাধী তাঁরা বেঁধেছিলেন, তার ভিতরেই ছিল বিশ্বমানবাত্মার শাস্ত্রত আশ্রয়। সে পথে তো শুধু ভৌগোলিক নয়, সে যে চিরন্তন ইতিহাসের মহামিলনের পথ। আজ ভারত ও চিন দু’দেশের বিদেশনীতি সেই পথের থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। ডোকালম কে কেন্দ্র করে দুই দেশের উভেজনার আগুন থিকিথিকি ঝলছে। কিন্তু এই বাঙালি জাতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী এই দেশটির দিকে সংস্কৃতি’র হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

চিন ভারতে মিলনের পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই দেশের মধ্যে অবস্থিত প্রকৃতি। তিন সারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলে তবেই চিনে, কিম্বা চিন থেকে এদেশে পৌঁছানো সম্ভব হত। চিনের দিক থেকে এগোতে গেলে প্রথম সারির বাধা হল গোবি মরুভূমি আর তিয়েনশান পর্বতমালা। দ্বিতীয় সারির বাধা পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত পর্বতমালা। হিন্দুকুশ, পামীর, কারাকোরাম, কুনলুন শান, আর মিনশান পর্বত। এই দুই সারি বাধার মাঝখানে আছে তাকলামাকান মরুভূমি। এরপরেই আছে তৃতীয় ও শেষ বাধা হিমালয়। এই প্রাকৃতিক অবস্থানই যেন দুই দেশ কে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু এই দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থাকে উপেক্ষা করেই এক দেশের মানুষ অন্য দেশে ছুটে গিয়েছে। এই দুর্গম পথ পেরিয়েই চতুর্থ শতকে ফা হিয়েন এদেশে এসেছিলেন। রাজগৃহের গুরুত্ব পর্বত চূড়ায় সম্পূর্ণ একা তিনি রাত কাটিয়েছিলেন। এরপর হিউএন সাঙ এদেশের টানে গোপনে, সেদেশের সম্রাটের বিনা অনুমতিতেই এদেশে চলে এসেছিলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ঈসিঙও এসেছিলেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে।

হিউ এন সাঙ এদেশে এসে কুমিল্লার বাঙালি ব্রাহ্মণ শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। হিউয়েন সাঙের মতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব অধ্যাপক মহাবিহারে অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীলভদ্রই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শীলভদ্র নাকি স্বপ্নে দেখেন মহাবিহারে হিউয়েন সাঙ এসেছেন। তাই হিউয়েন সাঙ সেখানে এলে শীলভদ্র তাঁকে সাগরে অভ্যর্থনা জানান। এখানে হিউয়েন সাঙ ২২ বছর ধরে শীলভদ্রের কাছে যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। এরপর তিনি ‘সিদ্ধি’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

এই ধর্মীয় পটভূমিতেই অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিব্বতেই ছিলেন। তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দীপঙ্করের প্রভাব আজও বিদ্যমান।

আধুনিক যুগে বঙ্গ–চিন সম্পর্ক যার হাত ধরে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৪ সালের ৮ এপ্রিল চিনে যান কবি। তখন সান ইয়াত সেন গুয়াং–চে শহরে অসুস্থ হয়ে বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হয়নি, তিনি কবিকে চিঠি লিখে গুয়াংচেড়তে আমন্ত্রণও জানান। ১৯২৪ সালের ১২ এপ্রিল কবি ও তাঁর সঙ্গীরা সাংহাই পৌঁছান। তাঁদের স্বাগত জানান সাংহাই শহরের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বর। সুদূর বেইজিং থেকে কবিকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন অধ্যাপক সিউ সিমো। চিনে কবি একাধিক জায়গায় বক্তৃতা করেন। কবির বক্তৃতা বুদ্ধিজীবী মহলে খুব সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অগণিত ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও গুণিজ্ঞান কবিকে বরণ করলেন। চিনে সাংস্কৃতিক ও বাজীর শব্দে মুখরিত হলে চিন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক সংবর্ধনা হয় রাজকীয় উদ্যানে। অজস্র গুণীজনের সমাবেশে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন লিয়াং ছি চাও। তিনি বলেন, আমরা সাত–আট শ বছর পরম্পরকে ভালোবেসে ও শ্রদ্ধা করে স্নেহশীল ভাইয়ের মতো বাস করেছিলাম। আমরা পরম্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। আমরা চিনারা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতীয়দের নেতৃত্বে পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখেই ইঙ্গ চিন সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেল। ভারতকে প্রকাশ্যে ‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা’র মর্যাদা দেয় চিন। রবীন্দ্রনাথের ছে্যটিতম জন্মদিনটি কেটেছিল সেখানেই। মে মাসের ৮ তারিখের রাতে জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানানোর সভা হয়েছিল। লিয়াং ছি চাও কবিকে চিনা নাম ‘জ্যু য়োন্ দান্’ দিয়েছিলেন। জ্যু শব্দটি ‘তিয়ান্ জ্যু’ থেকে নেওয়া। ‘তিয়ান্ জ্যু’ পুরনো চিনা ভাষায় ভারতের নাম। চিনা শব্দ ‘দান্’–এর অর্থ সূর্য ওঠা। এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের ‘রবির সঙ্গে সাযুজ্য। কবি চিনা পোশাক পরেছিলেন। রাতে রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘চিত্রা’ প্রদর্শিত হয়। এই জন্মদিনটি কবি দীর্ঘকাল মনে রেখেছেন। ১৯৪১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতায় চিনে তাঁর জন্মদিন পালন প্রসঙ্গ লিখেছেন :

ধরিনু চিনের নাম জন্মবাসের ঘটে নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি, করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে। একদা গিয়েছি চিন দেশে, অচেনা যাহারালগ্নেটি দিয়েছে কথি ‘ভূমি আমাদের চেনা’ ব’লে।.....।

এর পরবর্তীকালে চিনা বর্ধি। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই উপাচার্য থাকাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিনা ভাষার চর্চা শুরু করেন। চিন ফেরত একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে চিনা ভাষা পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেন তিনি। তারও বছর পাঁচেক পূর্বে বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে নিজের বাড়িতে চিনা শিক্ষক রেখে ঐ ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তো চিন থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনেই চিন ভারত সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৪ সালের একটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমার শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন ভারত সংস্কৃতিক সমিতিকে আশ্রয় দিতে পারায় আমি আনন্দিত। আশা রাধি, আমার চিনা বন্ধুরা এই সমিতিকে শ্রান্ত জ্ঞানাবেন এবং আমার সুহৃদ অধ্যাপক তান ইয়ান সান কে আন্তরিক সাহায্য করবেন। তাহলেই চিন ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। এরপর কালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখরাও চিনে যান। শান্তিনিকেতনে একটি চিনা ভবনও গড়ে ওঠে।

এসব এখন শুধুই অতীতের কথা মাত্র। সেদিনের চেনা চিন আজ আমাদের কাছে অচেনা। অনেক চেষ্টাও চলেছে আরও আচেনা করে দেবার।

## সাদামের পতনে উচ্ছ্বসিত

আমি পাগলের মতো নাচছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না, সাদাম হোসেন আর ক্ষমতায় নেই। মনে হচ্ছিল, আমি যেন াঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া এক পাখি–কণাগুলো বলছিলেন আমাদের নামের এক ব্যক্তি। ২০০৬ সালে ইরাকে সাদাম হোসেন সরকারের পতনের পর তাঁর অভ্যুত্থি ছিল এমনই। শুধু তা–ই নয়, খৃশিতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভোজের আয়োজনও করেছিলেন তিনি। তবে এই আনন্দ ফিকে হতে বেশি সময় যেয়নি। আমের জানতেন না গার দুই দশকে সাদামের ছড়ির ইশারায় তাঁকে যতটা না দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তার চেয়েও বড় কিছুর মুখে পড়তে চলেছেন তিনি। শুরু হতে চলেছে রক্তমাথা নতুন এক সংঘাত, যাতে পরিবারের সদস্যদের হারাতে হবে তাঁকে, তছনছ হয়ে যাবে বাকিটা জীবন।

পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে একটি ছবি দেখালেন আমের। ছবিটি যুদ্ধক্ষেত্রে আমের ও তাঁর সহযোগীদের। ইরাক–ইরান যুদ্ধের সময় যখন সেটি তোলা হয়েছিল, তখন আমেরের বয়স মাত্র ২০। দাবি করা হয়, এই যুদ্ধে ১০ লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ছবির আমের ছিলেন তরুণ। এখন তাঁর চামড়ায় ভাজ পড়েছে, দাড়ি সাদা। জীবনে সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত। আমের বলছেন, আমি নিজেদের বললাম, এবার আমার সেনাবাহিনী ছেড়ে পালানোর সময় হয়েছে। জানতাম, কখনো ধরা পড়লে আমাকে মেরে ফেলা হবে। তবে সেই সময় বেঁচে থাকটা ছিল জরুরি। আর আমি তাই করেছিলাম। এখন যে বেঁচে আছি ওই সিদ্ধান্তের জন্যই। আমের থাকতেন বাগদাদের কাছে একটি গ্রামে। সেনাবাহিনী থেকে পালানোর পর ওই গ্রাম থেকে পরিবার নিয়ে চলে যান তিনি। বসবাস শুরু করেন এক স্বজনদের একটি বাগানে। এরপরও ধরা পড়ার দুশ্চিন্তা তাঁর মাথা থেকে যায়নি। তাই দাড়ি বড় রাখা শুরু করেন। একই সঙ্গে কাজ শুরু করেন কৃষক হিসেবে।

নতুন বিপদ : ১৯৯০–৯১ সালে আরেকটি বড় বিপদে পড়েন আমের। সে সময় প্রতিবেশী দেশ কুয়েত আক্রমণ করেছিল সাদামের বাহিনী। সাদামের ওই কর্মকাণ্ড ইরাককে আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে করে ফেলেছিল। ওই যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোট। আর দেশটির ঘাড়ে এক দশকের বেশি সময় ধরে চেপেছিল রাষ্ট্রসংঘের নানা নিষেধাজ্ঞা। এই যুদ্ধের সময় সাদাম হোসেনে একটি আদেশে বলেছিলেন, কেউ সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গেলে তাঁর কানের একাংশ

## সাদামের পতনে উচ্ছ্বসিত আমের তখন বোম্বেননি তছনছ হয়ে যাবে বাকিটা জীবন

ভাষ্যকার

কেটে নেওয়া হবে। কপালে খোদাই করে দেওয়া হবে কাটা চিহ্ন। এরপরও সেনাবাহিনীতে ফিরে যাননি আমের। এ কারণে প্রতিবেশী ও সেনাবাহিনীর সাকে সহকর্মীরা তাঁকে একপ্রকার ঘৃণা করতেন। তবে কেউ তাঁকে ধরিয়ে দেননি। কারণ, তাঁরা জানতেন ধরিয়ে দিলে আমেরকে মেরে ফেলা হতে পারে। সব মিলিয়ে সে সময় খুঁই তেড়ে পড়েছিলেন আমের। বলছেন, আমি সারা জীবন অনেক ভুগেছি। অনেক সময় মনে হতো জীবনটা শেষ করে দিই। তারপরই নিজেকে বলতাম, আশা যতই কম হোক না কেন সুদিন আসবে। ২০০৬ সালে সাদামের শাসন যখন শেষ হলো, তখন বাড়িতে বিশাল ভোজের আয়োজন করেছিলেন আমের। ভেঙেছিলেন, মার্কিন সেনারা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, আর হয়তো পালিয়ে বেড়াতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তাঁর সেনা কর্মকর্তারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা আর অর্থনৈতিক উন্নতির চিত্র ফি বিপরীত দিক ছিল সাদামের আসনে। তখন নিরপেক্ষ মানুষকে নির্ধাতন–হত্যা করা হতো। অপায় করা হতো ভেল বেঁচে আয় করা শত শত কোটি ডলার। জীবনের শেষভাগে এসে আমের এখানে একরোখা, সুযোগ পেলেই ইরাক ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। তবে সাদামের পতনের পর ইরাকিদের জন্য আরও খারাপ দিন অপেক্ষা করছিল। এর পরপরই সহস্রাধী সংগঠন আল–কায়দা ইরাকজুড়ে সহিংসতা শুরু করে। চলতে থাকে একের পর এক বোমা হামলা ও শিরোচ্ছেদ। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে চলে নৃশংস এক গৃহযুদ্ধ। সবকিছু এতটাই ভয়াবহ হয়ে পড়ে যে নদীতে মানুষের লাশ ভাসতেও দেখা যেত। সে সময় লাখ লাখ ইরাকবাসীর মতো আমেরের জীবন আবারও থমকে যায়। শিয়া ও সুন্নি বিদ্রোহীদের তপরতায় সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হতো তাঁদের। ইরাকে অবস্থান করা মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে লড়াতে থাকা এই বিদ্রোহীরা সাধারণ ইরাকিদের জন্যও নতুন এক যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

প্রিয়জনের খোঁজে : ২০০৪ সালের অক্টোবরে আল–কায়দা সংগঠিট সুন্নি বিদ্রোহীরা আমেরের বাবা, ভাই ও চাচাতো ভাইকে তুলে নিয়ে যায়। কারণ, তাঁরা শিয়া। তিনজনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা পরিবারের কেউ জানতেন না। আমার বলেন, আমার বাবা, ভাই ও চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে, তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আবারও ভয়ভীতি ঘাড়ে নিয়ে দিন কাটানোর জন্য তৈরি ছিলাম না আমি। এরপর প্রায় এক বছর কেটে যায়। আমের জানতেন না, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বেঁচে আছেন, নাকি মারা গেছেন। মারেমধ্যে বাগদাদের মর্গে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতেন। কারণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতায় নিহত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মরদেহ

# কেন্দ্রকে ভৎসনা প্রধান বিচারপতির ফের সিল-খাম নিতে অস্বীকার

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : একমাসও কাটেনি, ফের আদালতে সিল করা খাম জমা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ভৎসনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের একটি মামলায় আজ সোমবার সরকারের তরফে আদালতের প্রশ্নের জবাব সিল করা খামে ভরে জমা দেওয়া হয়। সেটি হাতে নিতেই অস্বীকার করেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়া। তিনি বলেন, এটা কী এমন গোপনীয় বিষয় যে সিল করা খামে ভরে দেওয়া হচ্ছে! আদালত কিছু বিষয়ে জানতে চেয়েছে। সরকার তার জবাব দিচ্ছে। এতে গোপনীয়তার কী আছে। প্রসঙ্গত,

আদালতে কোনও তথ্য সিল করা খামে জমা দেওয়ার অর্থ সেই বিষয়বস্তু এবং সরকারের বক্তব্য প্রকাশ্য আদালতে আলোচনা করা যাবে না। বিচারপতিরা সংশ্লিষ্ট মামলায় যুক্ত আইনজীবীদের মনে করলে তা জানাতে পারেন। কিন্তু বাকি কাউকে তা বলা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে ফোনে আডিপাতার মামলায় তাদের বক্তব্য সিল করা খামে জমা দিয়েছিল।

দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকায় আদালত তাতে আপত্তি করেনি। কিন্তু গত মাসে আদানি ইস্যুতে তদন্ত কমিটি গড়া নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার তাদের

আদালতে পেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তোলেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি। সোমবার সংশ্লিষ্ট মামলায় আরও দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং জেএস পারদিওয়ালারও বলেন, কথায় কথায় সিল করা খাম জমা দেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ হোক। এত কীসের গোপনীয়তা? সরকার ও আদালতের মধ্যে এত গোপনীয়তা থাকতে পারে না। মামলার বিষয় অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন ব্যবস্থায় বকেয়া মেটানো সংক্রান্ত। গত বছর ডিসেম্বরে নরেন্দ্র মোদি সরকার এই ব্যাপারে আদালতের রায় মেনে ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন ব্যবস্থা চালু

করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আদালতের নির্দেশ ছিল এই খাতে বকেয়ার অঙ্কও একই সঙ্গে মেটাতে হবে। কিন্তু প্রতিরক্ষা সচিব বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেন, চার দফায় আগামী দু বছরে বকেয়া মেটানো হবে। এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে আদালত অবমাননার মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট বলে, সরকারের আর্থিক সমস্যা থাকলে তারা আদালতকে তা জানাতে পারত। কিন্তু আদালতের রায় বদলে দেওয়ার অধিকার সরকারের নেই। কেন সরকার আদালতের কথা রাখেনি হলফনামার মাধ্যমে তা জমা করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

রাহুল, আদানি ইস্যুতে লোকসভা বসেই মূলতুবি হয়ে গেল সোমবারও এককট্টা বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে হবে, দাবি বিজেপির। বিরোধীদের দাবি, আদানি ইস্যুতে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে সরকারকে। শাসক ও বিরোধী পক্ষের এই দুই দাবি নিয়ে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সোমবারও লোকসভার অধিবেশন বেলা দু’টো পর্যন্ত মূলতুবি করে দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার জবাব এড়াতে চাইছে। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে অধিবেশন মূলতুবি করে দেওয়া হচ্ছে। রাহুল গান্ধি সোমবার সভায় ছিলেন না। তিনি আজ থেকে কনটিকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করছেন। নিজের রাজ্য কনটিকে রাহুলের সফর সঙ্গী হতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাঙ্গো রাজসভায় তাঁর ঘরে বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক করাই রওনা হয়ে যান। লোকসভার অধিবেশন স্থগিত হতেই ১৮টি বিরোধী দল সংসদ চত্বরে জড়ো হয়ে দাবি করে, জেপিসি না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না।

ত্রিপুরায় নয়া সমীকরণ! বিজেপি নয়, স্পিকার নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গেই তিপ্রা



কংগ্রেস, সিপিএম এবং তিপ্রা মোথা জোটের প্রার্থী কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়। ফটো : সংগৃহীত

## ২৪-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে মেটাতে হবে অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের পেনশন বকেয়া : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী ও অফিসারদের সুখরব দিল সুপ্রিম কোর্ট। ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন ব্যবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীদের পেনশনের বকেয়া পাওনা আগামী বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার আরও বলেছে, যে সব অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীর বয়স সত্তর পেরিয়েছে তাঁদের বকেয়া মেটাতে হবে আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। যে সব মৃত সেনাকর্মীর পরিবার পেনশন পেয়ে থাকে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে এ বছরের ৩০ জুনের মধ্যে। বাকিদের এক বা একাধিক কিস্তিতে তা মেটাতে হবে আগামী বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে এই সময়সীমার কোনও পরিবর্তন সরকার করতে পারবে না। আসলে সময়সীমা সরকার



অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের বকেয়া পেনশনের দাবিতে আন্দোলনরত এক কর্মী।

ফটো : পিটিআই

ইচ্ছামতো বদল করায় সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা হয়েছিল। ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন ব্যবস্থায় একজন সেনা কর্মী যে বছরই অবসর নিয়ে থাকুন না কেন তাঁর পেনশনের অঙ্ক ওই র‍্যাঙ্কে বর্তমান হারে প্রাপ্য অর্থের সমান হবে। অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী ও অফিসারদের র‍্যাঙ্ক পিছু পেনশনের অঙ্কে কোনও হেরফের হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার গত

ডিসেম্বরে আদালতের রায় কার্যকরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। গত বছর এই সক্রান্ত রায় দেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট বলে, ২০২৩-এর মার্চের মধ্যে বকেয়াও মেটাতে হবে। রায়ে বলা হয়েছিল পেনশনের নয়া ব্যবস্থা কার্যকর ধরা হবে ২০১৪ সাল থেকে।

ফলে চলতি হারে পেনশন পাওয়া ছাড়াও বকেয়া প্রাপ্য

হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী ও অফিসারদের। আদালতের রায়কে পাশ কাটিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রক দু বছরে চার কিস্তিতে বকেয়া মেটানোর সিদ্ধান্ত করায় আদালত অবমাননার মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি আজ দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কবে কাদের পেনশন খাতে বকেয়া মেটাতে হবে।

## লজ্জাজনক! আইনজীবী প্রসঙ্গে রিজিজুর মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : ভারত বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সরব হল বিরোধী দলগুলি। দেশের আইনমন্ত্রী হয়ে প্রমাণ ছাড়া কী করে এহেন মন্তব্য করবতে পারেন রিজিজু, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন

বিরোধীরা। আপের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে রিজিজুকে।

শনিবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিজিজু বলেন, কিছু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, এই ৩-৪ জন। আর কিছু সমাজকর্মী ভারত-বিরোধী গ্যাংয়ের মতো আচরণ করছেন। ওরা চাইছেন

আদালত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করুক। সরকার এবং প্রশাসন বিচারবিভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, এমনই দাবি করেন এই প্রাক্তন বিচারপতিরা। সেই সঙ্গে আইনমন্ত্রীর সাফ হুঁশিয়ারি, যাঁরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন, তাঁদের চরম মূল্য দিতে হবে।

এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যসভার সাংসদ

জহর সরকার বলেন, একজন মন্ত্রী এইভাবে বক্তব্য রাখতে পারেন না। নিজের মন্তব্যের পক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। বিচারপতিদের চরম মূল্য দিতে হবে, এমনভাবে হুমকি দেওয়া যায় না।

কংগ্রেস, সিপিএম, আপ-সহ একাধিক দলের তরফেই রিজিজুর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করা হয়। দিল্লির সদ্য নিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ সাফ

জানিয়ে দেন, ক্ষমা চাইতে হবে রিজিজুকে। সৌরভের মতে, লক্ষ্মণরোখা পার করা উচিত নয় আইনমন্ত্রীর। সুপ্রিম কোর্টকে নিয়ে গোটা ভারত গর্বিত।

সেই আদালতের প্রাক্তন আইনজীবীদের ভারত বিদ্বেষী বলার বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক। সারা দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত রিজিজুর।

## দ্রুত পদক্ষেপের আরজি জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি বিরোধীদের দেশের প্রধান বিচারপতিকে ট্রোলিং

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : ট্রোলিংয়ের শিকার হচ্ছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়া। এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আরজি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন ১৩ জন বিরোধী নেতা। ঠিক কী লেখা হয়েছে ওই চিঠিতে? সেখানে দাবি করা হয়েছে, মহারাষ্ট্রের সরকার গঠন ও রাজ্যপালের ভূমিকা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা চলাকালীন ট্রোলিং আর্মি প্রধান বিচারপতিকে ট্রোল করতে শুরু

করে। বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিচারাধীন বিষয়ে শুনানি চলাকালীন মহারাষ্ট্রের সরকারের সমর্থনেই ওই ট্রোল করা হয়েছে। রীতিমতো নোংরা ও শোচনীয় পর্যায়ের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সোশ্যাল মিডিয়া লক্ষ লক্ষ নেটিজেনের সামনেই এভাবে প্রধান বিচারপতিকে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের। চিঠিটি লিখেছেন কংগ্রেস সাংসদ বিবেক তাম্বা। তিনি

ছাড়াও চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন আরও ১২ জন।

তাঁদের মধ্যে দিগ্বিজয় সিং-সহ কংগ্রেসের অন্য নেতাদের পাশাপাশি আপ, শিব সেনা ও সমাজবাদী পার্টির নেতানেত্রীরা রয়েছেন।

জানা যাচ্ছে, ওই শুনানি ছিল বিধানসভায় হওয়া আস্থা ভোটে রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির ভূমিকা কী ছিল তা নিয়ে। আর সেখানেই এমন ট্রোলিংয়ের অবিযোগ উঠল প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে।

## অপরাধীরও মানবাধিকার খর্ব করা যায় না : কেরালা হাই কোর্ট

কোচি, ২০ মার্চ : মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করে কেরলে খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার মেয়ের বিয়েতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিল কেরালা হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, মানবাধিকার মৌলিক অধিকার। দোষী বলেই কোনও ব্যক্তিকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী জয়নন্দন যাতে তার মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে পারে, সে জন্য তার স্ত্রী পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করছিল। ফলে জয়নন্দনের স্ত্রী হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। এ মামলায় বিচারপতি বেচু কুরিয়েন থমাস বলেন, মেয়ের বিয়ে একটি শুভ অনুষ্ঠান। তাতে কন্যার বাবার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। সে কথা মনে রেখেই আবেদনকারীর স্বামীকে তার মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য প্যারোলের অনুমতি দিচ্ছে আদালত। বিচারপতির নির্দেশ, মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গল ও বুধবার জয়নন্দন নিজের বাড়িতে থাকতে পারবে সন্ধ্যা ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ওই দু’দিনই তাকে ৫টার পরে জেলে ফিরে যেতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অপরাধীদের অনেক অধিকারই থাকে না। কিন্তু কোনও অপরাধীকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

## ফের ধস শেয়ারবাজারে, সেনসেঙ্কে পতন ৮০০ পয়েন্টের বেশি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : বেশ কয়েকদিন একটানা বেড়ে চলার পর সপ্তাহের কেন্দ্রবিন্দুর প্রথম দিনে ফের ধস নামলো সেনসেঙ্ক ও নিফটিতে। সোমবার এই খবর লেখা পর্যন্ত সেনসেঙ্কে পতন হয়েছে ৭৯৪.৯১ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটিতে পতন হয়েছে ২৩৮.৭৫ পয়েন্ট। গত শুক্রবার সেনসেঙ্ক বন্ধ হয়েছিল ৫৭,৯৮৯.৯০ পয়েন্টে। সোমবার বাজার খোলে ৫৭,৭৭৩.৫৫ পয়েন্টে। এখনও পর্যন্ত সেনসেঙ্কে এদিনের ডে হাই ৫৭,৮২৯.২৩

পয়েন্ট। ডে লো ৫৭,০৮৪.৯১ পয়েন্ট। একইভাবে শুক্রবার নিফটি বন্ধ হয়েছিল ১৭,১০০.০৫ পয়েন্ট। সোমবার বাজার খোলার সময় নিফটি দাঁড়িয়ে ছিল ১৭,০৬৬.৬০ পয়েন্টে। নিফটিতে এখনও পর্যন্ত ডে হাই ১৭,০৬৬.৬০ পয়েন্ট এবং ডে লো ১৬,৮২৮.৩৫ পয়েন্ট। এদিন নিফটির পতনের ক্ষেত্রে ৬০.৪ পতন ঘটেছে ফিন্যান্সিয়াল স্টকে। আইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে দাম পড়েছে ৪৯.২। তেল ও গ্যাসের শেয়ারে পতন ২৪.৬, অটো

শেয়ারে ১৪.৯, এফএমসিজিতে পতন ১০.৮। নিফটি মেটালের দাম পড়েছে সবথেকে বেশি। এদিন দাম পড়েছে রিলায়েন্স, ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টিসিএস, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি শেয়ারের। সবথেকে বেশি দাম পড়েছে বাজাজ ফিনসার্ভিসের। সেনসেঙ্ক ও নিফটির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারেও পতন অব্যাহত আছে। নিক্কেই ২২৫-এ পতনের হার ১.৪২, হ্যাং সেন-এ ২.৭৪ এবং এসটিআই সূচক নেমেছে ১.৫৯।





## ইরাক যুদ্ধের ২০ বছর

## অধিকাংশ মার্কিন মনে করেন ইরাক যুদ্ধ ছিল ভুল সিদ্ধান্ত

বাগদাদ, ২০ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্র ২০০৬ সালের ১৯ মার্চ ইরাকে বিমান হামলা এবং ২০ মার্চ থেকে স্থল হামলা শুরু করেছিল। তখন এই আগ্রাসনের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকানের সমর্থন ছিল। কিন্তু ইরাক যুদ্ধের ২০ বছর পর সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, এখন ৬১ শতাংশ আমেরিকানই ইরাক আগ্রাসনকে যুক্তরাষ্ট্রের ভুল সিদ্ধান্ত মনে করেন। অনলাইন সংবাদ মাধ্যম

এক্সিয়াস ও জরিপ সংস্থা ইপসস এই জরিপ চালিয়েছে। অবশ্য এখনো ২৬ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ও ৫৮ শতাংশ রিপাবলিকান ইরাক আগ্রাসনের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মনে করেন। গত সপ্তাহে আঠারোশ্র্ধ ১ হাজার ১৮ জন আমেরিকানের ওপর এই জরিপ চালানো হয়। এতে আরও দেখা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৭ শতাংশই মনে করেন, এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকে

কোনোভাবেই নিরাপদ করেনি। জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক নেতৃত্বে থাকুক, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমেরিকানই তা চান। গত দুই দশকে জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর ওয়াশিংটনের সার্বিক মনযোগ যুক্তরাষ্ট্রকে আরও নিরাপদ করেছে বলে মনে করছেন ৫৪ শতাংশ আমেরিকান। ইরাকের সাদাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র (উইপনস অব

মাস ডেস্ট্রাকশন) আছে অভিযোগে দেশটিতে আগ্রাসন চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটো। এই যুদ্ধের প্রতি অধিকাংশ প্রাথমিক সমর্থন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ততকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের এ ধরনের মিথ্যা দাবির ওপর ভিত্তি করে। ইরাক বডি কাউন্ট প্রজেক্ট নামের একটি সংস্থার হিসাবমতে, ওই আগ্রাসন ও তৎপরবর্তী মার্কিন দখলদারত্বে

ইরাকে ২ লাখ ১০ হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। ইরাকিদের মুক্ত ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৬ সালে ওই আগ্রাসন চালানো হলেও আজকের ইরাক সেই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। আগ্রাসনের ফলে চরম অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে ইরাক। দেশটি সন্ত্রাসবাদের উৎসস্থলে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালে আংশিক সেনা প্রত্যাহার করে নিলে ইরাকের

উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইরাকে বর্তমানে আড়াই হাজারের মতো মার্কিন সেনা রয়েছে। যদিও তিন বছর আগেই তাদের ইরাক ছাতে বলেছিল দেশটির সরকার। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের ২০১৯ সালের তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, ইরাকে যুদ্ধের পুরোটা সময় দেশটিতে ৪ হাজার ৪৮৭

আমেরিকান সেনা নিহত হন। অবশ্য শুরু থেকেই ইরাক যুদ্ধের প্রতি যারা সমর্থন দিয়ে আসছেন অথবা বিরোধিতা করে আসছেন কিংবা এ বিষয়ে যারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন-এই তিন ধরনের লোকদের মধ্যে যুদ্ধের বিষয়ে সাক্ষাৎ অবস্থান সঠিক, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি জরিপে অংশ নেওয়া ৪৪ শতাংশই। আরটি জানায়,

সম্প্রতি ইরাক যুদ্ধের পক্ষে সাক্ষাৎ গিয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেরার। তিনি দাবি করেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার চলমান সামরিক অভিযানের তুলনায় ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন হামলা অনেক বেশি যৌক্তিক ছিল। ব্লেরারের এমন সাক্ষাৎ অবশ্য নতুন নয়। আগেও তিনি যুদ্ধের পক্ষে এ রকম সাক্ষাৎ গিয়েছেন। পরে সবই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

## মস্কো গেলেন সি চিন পিং

## পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে আলোচনায় থাকছে ইউক্রেন

মস্কো ও বেইজিং, ২০ মার্চ(এএফপি) : চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের রাশিয়া সফরে ইউক্রেনের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বেইজিংয়ের দেওয়া নির্ধারিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় ঘুরেফিরে যেভাবেই হোক ইউক্রেন প্রসঙ্গে তাদের



রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং

(বেইজিংয়ের) উত্থাপিত আসবে। আর রাশিয়ার পক্ষ বিষয়গুলো আলোচনায় চলেই

তুলে ধরবেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৫৯ মিনিটে চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তিন দিনের সফরে রাশিয়ায় পৌঁছেছেন।

চিনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশন জানান, স্থানীয় সময় বিকেলে বিশেষ উদ্বোধনহাজ্জে করে সি চিন পিং রাশিয়ার

রাজধানী মস্কোতে পৌঁছেছেন। সি-এর সফরের প্রাক্কালে চিনা সংবাদপত্রের জন্য লেখা এক নিবন্ধে পুতিন বলেছেন, মস্কো ও বেইজিংয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক মায়ুযুদ্ধ যুগের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

পুতিন আরও বলেন, চিনের নেতার সঙ্গে বৈঠক নিয়ে তাঁর অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।

## সংযুক্ত আরব আমিরাতে সফরে বাশার আল আসাদ

দুবাই, ২০ মার্চ (রয়টার্স) : সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ রবিবার রাষ্ট্রীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) যান। বাশার আল আসাদ এমন এক সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে সফরে গেলেন, যখন বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র দামেস্কের বিচ্ছিন্নতা সহজ করার ব্যাপারে উদার হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্ত্রী আসমা আল আসাদকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বোধনহাজ্জে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাজধানী আবুধাবিতে যান বাশার আল আসাদ। তাঁদের বহনকারী উদ্বোধনহাজ্জে আকাশেই অভ্যর্থনা জানায় আমিরাতি যুদ্ধবিমান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, আবুধাবিতে



সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।

পৌঁছানোর পর বাশার আল আসাদকে কামানের তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রীয় সালাম দেওয়া

হয়। পরে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রেসিডেন্ট শেখ

মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। বাশার আল আসাদের

সঙ্গে বৈঠক নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁরা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। গত বছরও সংযুক্ত আরব আমিরাতে সফরে গিয়েছিলেন বাশার আল আসাদ। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর এটাই ছিল কোনো আরব রাষ্ট্র তাঁর প্রথম সফর। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাশার আল আসাদের আগের বারের চেয়ে এবারের সফরে বেশি আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করা যায়।এর আগে বাশার আল আসাদ গত মাসে ওমান সফর করেছিলেন। তিনি চলতি মাসের শুরুতে রাশিয়া সফর করেন।

## ইমরানের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা বুধবারও শক্তি দেখাবেন

লাহোর, ২০ মার্চ : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা না-করা নিয়ে চরম নাটকীয়তা চলছে। এর মধ্যে নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা মিনার-ই-পাকিস্তান নামে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-পাকিস্তান (পিটিআই)। খবর জিও টিভির। পাকিস্তানে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অচলাবস্থার মধ্যে মিনার-ই-পাকিস্তান কর্মসূচির মাধ্যমে ইমরান খান নতুন করে শক্তি দেখাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছরের এপ্রিলে পার্লামেন্টে অনাহু ভাটে হেরে ক্ষমতা হারানোর পর দেশজুড়ে লংমার্চ করে নিজের রাজনৈতিক শক্তি ও জনপ্রিয়তা দেখিয়েছেন পিটিআইপ্রধান ইমরান খান।

রবিবার লাহোরে বড় ধরনের



ইমরান খান

রাজনৈতিক সমাবেশ করতে চেয়েছিল পিটিআই। তবে দলটির এই কর্মসূচিতে বাধা হয়ে দাঁড়ান লাহোর হাইকোর্ট। তাই শেষ মুহূর্তে সমাবেশ স্থগিত করা হয়। রবিবার ই নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেন ইমরান। জানান, আগামী বুধবার মিনার-ই-পাকিস্তান নামে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। এর আগে গত শনিবার ব্যাপক হট্টগোলের মধ্যে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজির হন ইমরান খান। এ সময় তোশাখানা মামলায় ইমরানের বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেপ্তারির পরোয়ানা স্থগিত করেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট।

আদালত চত্বরের বাইরে পুলিশ ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৩০ মার্চ পরবর্তী শুন্মানির দিন রেখেছেন আদালত। পরবর্তী শুন্মানির দিন ইমরানকে আবার হাজির হতে আদেশ দেন আদালত।

ইমরান যখন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দিতে যান তখন লাহোরের জামান পার্কে তাঁর বাসভবনে অভিযান চালায় পাঞ্জাব পুলিশ। বলা হয়, অভিযানে ইমরানের বাসা থেকে অ্যাসল্ট রাইফেল ও বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযান চালাতে গেলে ইমরান সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পিটিআইয়ের জোঠ ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাওয়াদ চৌধুরী বলেছেন, জামান পার্কে চালানো পুলিশি অভিযান অবৈধ। তাই এই অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করবে তাঁর দল।

ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডি : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আফ্রিকায় নিহত বেড়ে ৫২২

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বলছে, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ফ্রেডি ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে।

হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। মালাবি ও মোজাম্বিক উভয় দেশে প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কার ঘূর্ণিঝড়ে অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বলছে, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ফ্রেডি ইতিহাসের সবচেয়ে

দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। এ বিষয় নির্ধারণে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করেছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আফ্রিকায় প্রথম আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডি। একবার চলে গিয়ে নতুন শক্তি নিয়ে এটি আবার গত ১১ মার্চ আঘাত হানে মোজাম্বিক উপকূলে।

মারিউপোল, ২০ মার্চ (বিবিসি) : যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীতে রাতে গাড়ি চালিয়ে ইউক্রেনের মারিউপোল শহর প্রথম সফর করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। যুদ্ধের প্রথম দিকে রুশ বাহিনী যখন এ বন্দরনগরী ঘিরে রেখেছিল, সে সময় দুই পক্ষের লাইয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল শহরটি। পুতিন মারিউপোলের যে পথ দিয়ে গেছেন, তার একটি অংশ চিহ্নিত করেছে বিবিসি। তাঁর এ যাত্রাপথে বেশ কয়েকটি জায়গা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। কয়েক মাসের লড়াই শেষে গত বছর মে মাসে শহরটি দখলে নেয় রুশ বাহিনী। রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, সিটি কনসার্ট হলের দিকে যাওয়ার সময় পুতিন তাঁর এক সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করছেন। ক্রেমলিন বলেছে, গত শনিবার রাতে এ সফর করেছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরটি ঘুরে

দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মারিউপোলের নির্বাসিত ইউক্রেনিয়ান মেয়র ভাডিম বয়চেঙ্কো বিবিসিকে বলেছেন, মারিউপোল পুতিনের কাছে বিশেষ আগ্রহের কারণ, এখানে যা ঘটেছে, সেটাই শহরটিকে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে মারিউপোল পুতিনের জন্য একটি প্রতীকী স্থান। এখানকার মতো অন্য কোনো শহর বিধ্বস্ত হয়নি। অন্য কোনো শহরই এত বেশি দিন অবরুদ্ধ ছিল না। অন্য কোনো শহরে এত বেশি বোমা বর্ষণ করা হয়নি। তিনি এখানে নিজে এসেছেন, তিনি কী করেছেন, সেটা দেখতে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার পথের গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থান চিহ্নিত করেছে বিবিসি। পুতিন কুপরিনা স্ট্রিট দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেছেন মাইরু অ্যাভিনিউয়ে। তারপর গেছেন মেতালারহিভ অ্যাভিনিউয়ে,

## মারিউপোলে যা যা দেখলেন পুতিন



মারিউপোলে নবনির্মিত আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

করাছিল ইউক্রেনের আধা সামরিক বাহিনী আজভ রেজিমেন্ট। ২০১৪ সালে আত্মপ্রকাশ করা আজভ রেজিমেন্ট পরবর্তী সময় ইউক্রেনের ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল।

পুতিন মাইরু অ্যাভিনিউয়ে চলা শেষ করেছেন থিয়েটার স্কয়ারে পৌঁছানোর আগে। ওই চত্বরেও ভয়াবহ বোমা হামলা হয়েছিল। বোমা হামলায় ভবনটি

ধসে পড়েছিল। ওই হামলার কথা অস্বীকার করে এর জন্য আজভ ব্যাটালিয়নকে দায়ী করেছিল রুশ কর্তৃপক্ষ। গত ডিসেম্বরে নির্বাসিত নগর কর্তৃপক্ষ জানায়, রুশ কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষও সরিয়ে ফেলছে।

ফুটেজে দেখা গেছে, হেঁটে একটি নতুন আবাসিক এলাকা পরিদর্শন করছেন পুতিন। ধারণা করা হচ্ছে, এলাকাটি মারিউপোলের নেভস্কি অঞ্চল।

নেভস্কি এলাকাটি মারিউপোলের পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে নতুন করে উদ্বাস্তুদের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক তৈরি করা হয়েছে। এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে নেভা নদীর নাম অনুসারে। প্রেসিডেন্ট পুতিনের নিজের শহর সেন্ট পিটার্সবার্গ নেভা নদীর তীরেই অবস্থিত।

মেয়র বয়চেঙ্কো বলেন, শহরের উপকণ্ঠে রাশিয়ানরা অনেক ভবন নির্মাণ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁরা এগুলো তৈরি করেছেন এটা দেখাতে যে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে

তাদের সত্য প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাঁরা মিথ্যা বলছেন যে তাঁরা এই শহরকে মুক্ত করতে এসেছেন। বাস্তবে তাঁরা এটাকে ধ্বংস করেছেন। এ শহর আর অবশিষ্ট নেই। শহরকে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে কমপক্ষে ২০ বছর লাগবে।

ফুটেজের আরেক অংশে পুতিনকে মারিউপোলের একটি কনসার্ট হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা গেছে। রুশ গণমাধ্যম বলছে, এটা ফিলহারমোনিক কনসার্ট হল। ওই হলের ভেতরের

চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তা সঠিক দেখা গেছে। এটা সেই ভবন, যেখানে আটক ইউক্রেনীয় সেনাদের বিচার করা হবে বলে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল। গত আগস্টে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, মঞ্চের পেছনে বন্দী রাখার গরাদখানা বানানো হয়েছে। তবে পরে আর সেই বিচার হয়নি।

রুশপন্থী ইউক্রেনিয়ান এমপি ভিক্টর মেদভেদচুকের বিনিময়ে ছাড়া পেয়েছিলেন ৫৫ জন ইউক্রেনিয়ান। কনসার্ট হলের ভেতরের নতুন ফুটেজে দেখা গেছে, ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা পরিবর্তন করা হয়েছে। সেখানে বন্দী রাখার গরাদখানাও নেই।

ফুটেজের আরেক অংশে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাসি বাহিনীর কাছ থেকে শহরের দখল ফিরিয়ে নেওয়া সোভিয়েত সেনাদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন।



# সবুজ-মেরুন জনতার কাঁখে চড়ে ট্রফি ফিরল তাঁবুতে, উচ্ছ্বাস বাড়ল মঞ্চে ইস্টবেঙ্গলকে দেখে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএল ট্রফি ঘুরল জনতার কাঁখে। অনুষ্ঠান শেষে ভাঙা হাটে মোহনবাগান মাঠ তখন সবুজ-মেরুন জনতার দখলে। মঞ্চে তখনও রাখা ছিল আইএসএল ট্রফি। সেই ট্রফি তাঁবুতে ফিরল সমর্থকদের কাঁখে ঢেপে।

ফাঁকা মঞ্চে প্রথমে কয়েক জন আধা, মাঝারি কর্তা উঠছিলেন ট্রফি দেখতে, ছবি তুলতে। তাঁদের দেখানোয় সমর্থকরাও গ্যালারি থেকে মাঠে ঢুকে গেলেন কাছ থেকে ট্রফি দেখতে। ভিড় হয়ে যাওয়ায় কয়েক জন উঠে গেলেন মঞ্চে। কয়েক সেকেন্ডে মঞ্চার দখল নিয়ে নিল সবুজ মেরুন জনতা। প্রথমে কিন্তু কিন্তু ভাব করে ট্রফি হাতে নিয়ে ছবি তুললেন কয়েক জন। কেউ বাধা দেওয়ার না থাকায় সাহস পেলেন তাঁরা। আইএসএল ট্রফি চলে গেল তাঁদের দখলে। ট্রফি নিয়ে মাঠ ঘুরল উচ্ছ্বসিত মোহনবাগান জনতা। তাঁরাই ট্রফি পৌঁছে দিলেন ক্লাব তাঁবুতে।

সকাল থেকেই সেজেছিল মোহনবাগান তাঁবু। উপলক্ষ, আইএসএল ট্রফি দেখতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আসার কথা ছিল বেলা ১২টা নাগাদ। তার অনেক আগেই সেরে বাধা হয়েছিল সব ব্যবস্থা। মাঠের মধ্যে তৈরি করা হয় অস্থায়ী মঞ্চ। সদস্য গ্যালারি খুলে দেওয়া হয় সমর্থকদের জন্য। সকাল ১১টা থেকে আসতে শুরু করেন সমর্থকরা। কারও গায়ে ছিল প্রিয় ক্লাবের জার্সি। কেউ এনেছিলেন ক্লাবের উত্তরীয় বা পতাকা। সময় যত এগিয়েছে তত বেড়েছে ভিড়। ১২টার মধ্যে হাজার খানেক সবুজ-মেরুন সদস্য-সমর্থক চলে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বাজছিল মোহনবাগানের গান। আট থেকে আশির ভিড় তাল মেলাল গানের সঙ্গে। আসলে সেই গানের সুরে বাধা হচ্ছিল উত্থার ছন্দ। গ্যালারি থেকে মাঝে মাঝেই উঠছিল জয় মোহনবাগান, ভারতসেরা মোহনবাগান ধ্বনি।

ঠিক ১২টা ১০ মিনিটে ট্রফি নিয়ে মাঠে এলেন প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বসু, কিরান নাগিরি, বিশাল কইথারা। পিছনে কোচ জুয়ান ফেরান্দো। তাঁদের দেখেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন সমর্থকরা। কখনও প্রীতমের নাম ধরে, কখনও

বিশালের নাম ধরে টানা চিকার করলেন সমর্থকরা। তাঁদের উৎসাহ, উদ্দান্দা উপভোগ করছিলেন মঞ্চে বসা ফুটবলাররাও। বিশালরাও কেউ কেউ তাল মেলাচ্ছিলেন মোহনবাগানের গানের সঙ্গে।

আকাশ তখন মেঘলা। অনেকের মনে আশঙ্কা, বৃষ্টি অনুষ্ঠানের তাল কাটবে না তো? তেমন কিছু হয়নি। বরং সময় যত এগিয়েছে, রোদ তত চড়া হয়েছে। ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ এলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে দেখে আবার উচ্ছ্বাসে ভাসলেন সমর্থকরা। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরও বেশ কয়েক বার গর্জন করল মোহনবাগান জনতা। ফুটবলারদের নাম ওঁকে সর্ববর্ন। দেওয়ার সময় এবং মুখ্যমন্ত্রীর ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা সময় চিকার দ্বিগুণ হল। চিৎকার তিনগুণ হল ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের দেখে।

মুখ্যমন্ত্রী যখন ফুটবলারদের উত্তরীয় পরিয়ে হাতে স্মারক, ফুল, মিষ্টি তুলে দিচ্ছিলেন, সে সময় উপস্থিত হন ইস্টবেঙ্গলের দুই প্রতিনিধি। লাল-হলুদ মোলাপের স্তবক, মিষ্টি নিয়ে মোহনবাগানকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তাঁরা। সঞ্চালকের অনুরোধে তাঁরা মঞ্চে উঠতেই আওয়াজ উঠল যত বার ভারি, তত বার হারবি। অস্তিত্ব এড়াতে তাঁরা দ্রুত মঞ্চ ছাড়তে চাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিলেন মোহন কর্তারা। সবুজ-মেরুন জনতার উচ্ছ্বাসের বাধ আরও এক বার ভাঙল। যখন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল ইস্টবেঙ্গলের বার্ষিক প্রসঙ্গ এটিকে মোহনবাগান আইএসএল ফাইনালে ওঠার পর মুখ্যমন্ত্রী মোহন সচিব মোশিশ দত্তকে বলেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। আরও বলেছিলেন, আমাকে ট্রফি দেখিয়ে যাবে কিন্তু। দল ট্রফি নিয়ে শহরে ফেরার পর সেই মতো মুখ্যমন্ত্রীর সময় চেয়েছিলেন মোশিশ। রবিবারই বিকাল ৫টায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি নিজেই সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ মোহনবাগান তাঁবুতে আসবেন ট্রফি দেখতে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা জানার পর মোহনবাগান কর্তারা দ্রুত সব ব্যবস্থা করেন। সীমিত সময়ের মধ্যে মোহন কর্তারা সব ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের চেষ্টায় প্রাণপন্থ করে তুললেন সমর্থকরাই।

## সূর্যকে আরও সুযোগ দিতে চান রোহিত

বিশাখাপত্তনম, ২০ মার্চ : টি-টোয়েন্টিকে বোলারদের ছারখার করে দিয়েছে। তাঁর ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিংয়ের কোনও উত্তর খুঁজে পাননি বোলাররা। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে একেবারেই ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচেই প্রথম বলে আউট হয়ে গিয়েছেন। যদিও ভারতীয় অধিনায়ক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এখন অন্য কোনও খেলোয়াড় না থাকলে সূর্য দলে সুযোগ পাচ্ছেন। কোনও খেলোয়াড়ের প্রতিভা আছে বলে মনে করা হলে তাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচে স্থায়ীভাবে সুযোগ দেওয়া হবে। তারপরও যদি পারফরম্যান্স করতে না পারেন, তবে তাঁকে বাদ দেওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে দল।

রবিবার বিশাখাপত্তনম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারার পর রোহিত বলেন, (শ্রেয়স) আইয়ার করে ফিরে (পিঠের চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন), সে বিষয়ে আমরা জানি না। ওই জায়গাটা ফাঁকা আছে। তাই ওকে (সূর্যকুমার) খেলাতে হবে আমাদের। সাদা বলে ও নিজের প্রতিভা মেলে ধরবে। আমি আগেও একাধিকবার বলেছি যে যাদের প্রতিভা আছে, তাদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে।

এমনিতে টি-টোয়েন্টিতে দৃষ্টান্ত খেললেও ৫০ ওভারের খেলায় নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি সূর্য। ২২ টি ম্যাচে মাত্র ৪৩৬ রান করেছেন। গড় ২৫.৪৭। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে প্রথম বলেই আউট হয়ে গিয়েছেন। তারপরই চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া শ্রেয়সের পরিবর্তে অনেকে সঞ্জু স্যামসনকে সুযোগ দেওয়ার দাবি তুলেছেন। যদিও রোহিত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সূর্যকে এখনও সুযোগ দেওয়া হবে।

রোহিত বলেন, আমরা জানি, ও জানে যে ৫০ ওভারের ক্রিকেটেও ওকে ভালো করতে হবে। ওর মাথায় এই বিষয়টা আছে। আমি যেটা বলেছি,



যাদের প্রতিভা আছে, তারা পর্যাপ্ত সংখ্যক ম্যাচে সুযোগ পাবে। যাতে ওদের মনে না হয় যে নির্দিষ্ট ধুটে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ। ওই শেষ দুটি ম্যাচে আউট হয়ে গিয়েছে। তার আগের সিরিজেও (ভালো খেলতে পারেনি)। কিন্তু ওকে টানা ম্যাচে খেলার সুযোগ দিতে হবে। যেমন ধরুন, টানা সাতটি থেকে আটটি ম্যাচ বা ১০ টি ম্যাচে খেলার সুযোগ দিতে হবে। তবে ও আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ভারতীয় অধিনায়ক আরও বলেন, এই মুহুর্তে যখন কেউ চোটের জন্য খেলতে পারছে না বা কেউ থাকছে না, তখন তার জায়গায় ও (সূর্য) খেলছে। ম্যানেজমেন্ট হিসেবে আপনি কোনও খেলোয়াড়কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচে দেখে বিবেচনা করতে হবে। তারপর রান না পেলে এবং স্বচ্ছন্দ মনে না হলে, তখন বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

## আরসিবিকে তোপ গেইলের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : প্রত্যেক

বছর সেরা তারকাদের নিয়ে দল গড়ে তারা। কিন্তু ১৫ বছরে একবারও আইপিএল জয়ের স্বাদ পায়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। বিরাট কোহলি, এবি ডেভিলিয়াসের মতো তারকারা ভাল পারফরম করলেও কেন শেষ পর্যন্ত ট্রফি আসে না, অনেক ভেবেও সেই প্রশ্নের উত্তর পাননি আরসিবি ভক্তরা। এবার তাঁদের সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন স্বয়ং ক্রিস গেইল।

২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আরসিবির হয়ে খেলেছেন ক্যারিবিয় কিংবদন্তি। পাঁচটি সেন্সুরি হাঁকিয়ে তিন হাজারের বেশি রান করেছেন এই দলের হয়ে। আইপিএল কেরিয়ারে শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে উল্টো ফাঁদে পড়ে যান জাভি হার্নান্দেজের শিয়ারা। ভিনিসিউসের সেই শট রোনান্ড আরাজোর মাথায় লেগে বল ঢুকে পড়ে নিজেদের জালেই। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় কার্লো আনচেলভির দল। প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে ব্যস্ত করে ফেলেন বার্সেলোনা খেলোয়াড়েরা। কোর্তোয়া অবশ্য ভালেই সামলে গেছেন। কিন্তু খেলার এই ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রথম গোলাটা পেয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ১-০ ব্যবধানে

কেমন ছিল আরসিবির ড্রেসিংরুমের পরিবেশ? আইপিএল সম্প্রচারকারী সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে গেইল বলেন, আসলে দলের তিনজন তারকাকে সবসময় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। আমি, এবি আর বিরাটকেই নিয়েই ব্যস্ত থাকত টিম ম্যানেজমেন্ট। তাতে আমার খুব একটা খারাপ লাগত না। দলের বাকি সদস্যদের অবস্থা নিয়েও মুখ খুলেছেন গেইল। ক্যারিবিয় কিংবদন্তির মতে, মানসিকভাবে দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের যোগাই ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে একটা টুর্নামেন্ট জেতা খুবই কঠিন। গেইলের এহেন বিস্ফোরক মন্তব্যের পর সমর্থকদের প্রশ্ন, তাহলে কি দলীয় সংহতির অভাবেই বারবার ধাক্কা খাচ্ছে তাঁদের ট্রফি জয়ের স্বপ্ন?

## লা লিগার দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে জাভির দল এল ক্লাসিকোয় রিয়ালকে হারিয়ে দিল বার্সা

বার্সেলোনা, ২০ মার্চ : রবিবার, ১৯ মার্চ লা লিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। বিশু ফুটবলের ভাষায় যে ম্যাচটি এল ক্লাসিকো নামেই বিখ্যাত। সেই ম্যাচে ২-১ গোলের জয় পেল বার্সেলোনা। কাতালান ক্লাবটির হয়ে গোল করলেন সার্জিও রবার্তো এবং ফ্রান্স কেসি। আর রিয়াল মাদ্রিদ যে গোলটি পেয়েছে, সেটি ছিল রোনান্ড আরাজোর আত্মঘাতী গোলা। শিরোখার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হত রিয়াল মাদ্রিদকে। জয় ছাড়া রিয়াল মাদ্রিদের সামনে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। আগে গোল পেয়ে এগিয়েও গিয়েছিল আনচেলভির ছেলেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না তারা। ঘুরে দাঁড়াল বার্সেলোনা, প্রথমে সমতা ফেরাল, পরে যোগ ব্যবধান বাড়িয়ে ২-১ গোলে জিতে নেয় এল ক্লাসিকো।

শুরুটা ভালো করেছিল বার্সেলোনা। ম্যাচের মাত্র ৯ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। বা প্রাপ্ত থেকে ব্রাজিলের তারকা উইল্কার ভিনিসিউসের আক্রমণে কিছুটা এলেমেলা হয়ে যায় বার্সার রক্ষণভাগ। ভিনির শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে উল্টো ফাঁদে পড়ে যান জাভি হার্নান্দেজের শিয়ারা। ভিনিসিউসের সেই শট রোনান্ড আরাজোর মাথায় লেগে বল ঢুকে পড়ে নিজেদের জালেই। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় কার্লো আনচেলভির দল। প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে ব্যস্ত করে ফেলেন বার্সেলোনা খেলোয়াড়েরা। কোর্তোয়া অবশ্য ভালেই সামলে গেছেন। কিন্তু খেলার এই ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রথম গোলাটা পেয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ১-০ ব্যবধানে

এগিয়ে যায় রিয়াল।

পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা মর্রিয়া চেষ্টা করতে থাকে ম্যাচে ফেরার। কিন্তু ৩২ মিনিটে আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টিনসেন ও ৩৪ মিনিটে রাফিনিয়ার দুটি ভালো চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন কোর্তোয়া। তবে বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্দেজকে হতাশা নিয়ে বিরতিতে যেতে হয়নি। এর আগেই ৪৫তম মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের ডি-বক্সে জটিলার মধ্যে থেকে বার্সার একাধিক শট ফিরে আসার পর সার্জি রবার্তোর পায়ে যায় বল। এবার আর তাঁর শট ঠেকাতে পারেননি কোর্তোয়া। ম্যাচে ১-১ সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। বিরতির পরও খেলায় আধিপত্য ধরে রাখে বার্সা। তবে লেওয়ানডভস্কি আর রাফিনিয়ার সুযোগ নষ্ট করায় এগিয়ে যাওয়া হয়নি বার্সার। সুযোগ অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদও পেয়েছে। তবে ৭৯ মিনিটে করিম বেক্কেমার শট আটকে দিয়েছেন টের স্টেগেন। এর দুই মিনিট পরে তো মার্কো আসেনসিও বার্সার জালে বল পাঠিয়ে উদযাপনও করে ফেলেন সতীর্থদের নিয়ে। তবে ভিএআর অফসাইডের কারণে বাতিল করে দেওয়া হয় সেই গোলে।

মাদ্রিদের খারাপ ভাগ্য বলতে হয়, কারণ এই সময়ে তাদের গোল তো বাতিল হয়েছিলই সঙ্গে গোল হজম করতে হয় তাদের। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে সার্জি রবার্তোর বদলি নেমেছিলেন ফ্রান্স কেসি। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহুর্তে তিনিই হয়ে গেলেন বার্সার নায়ক। রবার্ট লেওয়ানডভস্কির দারুণ এক ব্যাকহিল থেকে বল পেয়ে অ্যালেক্স বালদে পাস বাড়ান কেসির দিকে। বল জালে পাঠাতে কোনও ভুল করেননি কেসি।

## হার পিএসজির, ফরাসি লিগে সমস্যায় প্যারিসের ক্লাব



পিএসজি সমর্থকদের। ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক খেলা উচিত ছিল মেসিদের। কিন্তু সে রকম সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। যে কয়েক বার মেসি গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিলেন প্রত্যেক বার রেনের গোলরক্ষক সিঁডে মাতাভা তো আটকে দিয়েছেন। এমবাশে অবশ্য এক বার গোলে বল জড়িয়েছিলেন। কিন্তু অফসাইডের জন্য সেই গোল বাতিল করেন রেফারি।

বিরতির ঠিক আগে দূরপাল্লার শট রেনেকে এগিয়ে দেন টোকো একাস্তি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার ৩ মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান কলিমুয়েন্দো। নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি পিএসজি। শেষ পর্যন্ত ০-২ হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

চ্যোটে জর্জরিত পিএসজি শিবির। নেমার এখনও গোড়ালির চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেননি। চোটের কারণে খেলতে পারেননি আশরাফ হাকিমি, কিমপেদ্রে, মারকুইনোস, সেখিয়ো র্যামোস, মুকিয়েলের মতো প্রথম একাদশের ফুটবলাররা।

## দলের ওপর আস্থা ছিল, তাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঃ ফেরান্দো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রফি নিয়ে কলকাতায় ফিরেও উৎসবে মাতেননি মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো। আইএসএল জয় নিয়ে রবিবার তিনি বলেন খুবই কঠিন ছিল কাজটা। ১-১, ১-২ হয়ে যাওয়ার পর আরও কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে চোট-আঘাতের সমস্যা তো এড়ানো যায় না। আর হতা কারও চোঁট হয়ে গেলে কৌশল, পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয় এবং সেটা মাঠে কার্যকর করতেও হয়। তবে আমাদের ছেলেরা শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করেছে, জেতার চেষ্টা করেছে। এই ট্রফি খেলোয়াড়দের জন্য। সবাই দলের ওপর আস্থা রেখেছে, পরতোকে নিজের সেরাটা দিয়েছে। সে জন্যই ট্রফি জিততে পেরেছি আমরা।

ফাইনালে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই দলের চারটি গোলের তিনটিই আসে পেনাল্টি থেকে। ১৪ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়স পেট্রিটস। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকেই গোল শোখ করেন সুবীল ছত্রী। ৭৮ মিনিটে কর্নারে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন প্রাক্তন সবুজ-মেরুন তারকা রয় কৃষ্ণা। কিন্তু ৮৫ মিনিটের মাথায় ফের পেনাল্টি পায় এটিকে মোহনবাগান ও তা থেকে ফের সমতা আনেন পেট্রিটস। এর পরেও জয়সূচক

গোলের একাধিক সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু কোনওটিই কাজে লাগাতে পারেনি। দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেন ফেরান্দো, যেগুলো দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনেই এগুলো করতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের স্প্যানিশ কোচ বলেন, আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছিলাম। কিন্তু খেলার মাঝখানে দেখা গেল তিনজন ফুটবলারের শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। তাই খুব কম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হয় আমাদের। প্রীতমকে সেন্টার ব্যাকের জায়গা থেকে লেফট ব্যাকের জায়গায় যেতে হয়। আবার ওকে সেন্টার ব্যাকের জায়গায় ফিরে আসতে হয়। অনেক কঠিন সময় এসেছে, গেছে। কিন্তু ছেলেরা ঠিক করেছিল লড়ে যাবে। সেটাই করেছে তারা। শুধু আজ নয়, সারা মরশুমেই ওরা লড়াই করেছে। অনেক কঠিন সময়ের মোকাবিলা করেছে। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে, জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচেই। কঠিন সময়ে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে ওরা। ফুটবলে যেটা খুবই জরুরি। মোটিভেশন বজায় রেখেছে।

ম্যাচের মাঝখানে সমস্যা চলে আসায় বিপ্দ্মাত্র বিচলিত হননি হননি কোচ। মাথা ঠাণ্ডা রেখে

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বলেন, ১-২-এ পিছিয়ে যাওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য ছিল ম্যাচটাকে অতিরিক্ত সময়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। পরিকল্পনা, সিস্টেম বদল করি। খেলোয়াড় পরিবর্তন করি। সেই সময়েই দ্বিতীয় পেনাল্টিটা পাই। তার পরে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাই। এগুলো ফুটবলের অঙ্গ। আমাদের প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট অভিজ্ঞ, গুরপ্ৰীত, ছত্রী, রোহিতা ওরা ডুরান্ড কাপও জিতেছে। দ্বিতীয় লেগেও ওরা অসধারণ খেলেছে।

পরপর ম্যাচ জিতেছে। আমরা বরং অনেক চাড়াই-উত্তরীয়ের মধ্যে দিয়ে এসেছি। তবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরিবর্তন করেছি অনেক। তবে এই প্রক্রিয়ার ওপর খেলোয়াড়দের আস্থা থাকা খুবই জরুরি ছিল। ওরা সেটা রেখেছে।

বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে খেতাবজয় যে বেশ কঠিন ছিল, তা জানিয়ে কোচ বলেন, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে নামলে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল সেকেন্ড বল নিয়ন্ত্রণ করা। বেঙ্গালুরুর সেকেন্ড বল নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা ও দক্ষতা যথেষ্ট। ওদের বিরুদ্ধে সেকেন্ড বল ছিনিয়ে নিতে না পারলে ওরা দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে উঠত আর আমাদের ডিফেন্ডারদের প্রচণ্ড চাপে ফেলে দিত। তবে আমরা সেটা করেছি। বল পায়েও রাখতে পেরেছি। জায়গা তৈরি করতে পেরেছি। ওদের পরিবর্ত



খেলোয়াড়রাও প্রথম দলের খেলোয়াড়দের মতোই দক্ষ। তাই ওদের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা কঠিন। প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পর আমরা বড়জোর তিনদিন অনুশীলন করতে পেরেছি। তবে শেষ পর্যন্ত যে সফল হয়েছি, এটাই দারুন ব্যাপার।

মরশুমের মাঝখানে দলের দুঃসময়ে তাঁকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে। তবে কোনও কিছুতেই চাপে পড়েননি বলে জানান এটিকে মোহনবাগান কোচ। তিনি বলেন, কোনও কিছুতে দৃশ্টিভ্রম পড়ে যাওয়া আমার অভ্যাস নয়। আমাদের দলের ভিতর কী হচ্ছে, ড্রেসিংরুমের অবস্থা কেমন, সেসব কেউই জানে না। খেলোয়াড়দের আবেগ, তাদের সমস্যার কথা কেউই জানে না।

কারও বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। কারও দাদু মারা গিয়েছে। এই অবস্থায় মোটিভেশন ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। ওরাও তো মানুষ। ওরাও ক্লান্ত হয় মাঝে মাঝে। যারা সমালোচনা করেন, তাঁরা তো বাড়িতে বসে টিভিতে খেলা দেখেন। দলের খবর তাদের কাছে তো পৌঁছাইয় না। তাই এ সব সমালোচনা আমাদের কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। আমার কাছে আমার খেলোয়াড়রাই সব। আসলে সবাই চায় সব ম্যাচে আমরা জিত। কিন্তু এটা তো একটা প্রক্রিয়া। সব সময় সেটা সম্ভব নয়।

চাপ যে পেশাদার ফুটবলের অঙ্গ, তা খুব ভাল করেই জানেন ফেরান্দো। তাই এ সব নিয়ে বেশি ভাবেন না তিনি, খেলোয়াড়রা যদি উন্নতি না করে, ওরা যদি আমার নির্দেশ বুঝতে না পারে,

তা হলে চাপটা বাড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারগুলো তো আমার হাতে নয়। বরাবরই বলে আসছি, যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার হাতে আছে, যেমন কৌশল, পরিকল্পনা, অনুশীলন, দলের ছেলেরের আবেগ এগুলো আমার চাপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী লিখল, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি ওগুলো দেখিনি। কিন্তু অনেকে আমাকে এসে বলে, আমি আমার খেলোয়াড়দের সমস্যা নিয়ে ভেবে শক্তিক্ষয় করতে রাজি আছি, বাইরের কারও কথা ভেবে না। আজকে যারা আমাকে আক্রমণ করেছে, কাল তারা লিভারপুল, ক্লপ এদের আক্রমণ করবে, রাজনীতি নিয়েও মন্তব্য করবে। এসব আমি দেখি না।

এ বার লক্ষ্য সুপার কাপ জয়। তা হলে এএফসি কাপে অংশ নিতে পারবে তাঁর দল। এই প্রসঙ্গে ফেরান্দো বলেন, সুপার কাপেও জেতাই লক্ষ্য থাকবে। কারণ, এই ক্লাব কোথাও খেলতে গেলে একটাই লক্ষ্য থাকে, সাফল্য পাওয়া। আমারও তাই। সে জন্যই আমাকে আনা হয়েছে এই ক্লাবে। এর পরে আমরা যখন ড্রেসিং রুমে, মাঠে ফিরে যাব, তখন আমাদের আলোচনার বিষয় একটাই হবে, সুপার কাপ

চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সে জন্য আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে কী ভাবে এই সাফল্য উদযাপন করবেন, তাও ভেবে রাখেননি কোচ। শুধু বললেন, এর পরে কী করব জানি না। কলকাতায় ফিরব। কী সেলিব্রেশন হবে জানি না। এখন হোটেলে ফিরে স্নান করব। তার পরে ঘুমোতে চাই। দলের অধিনায়ক প্রীতম কোটাল বলেন, পুরোটাই আত্মবিশ্বাস। ১-২ হয়ে যাওয়ার পরেও নিজেদের ওপর বিশ্বাস ছিল যে, আমরা ম্যাচে ফিরতে পারব। দলের সবার সমান কৃতিত্ব রয়েছে এই সাফল্যে। অধিনায়ক হিসেবে এটিকে মোহনবাগানের হয়ে এটা প্রথম আইএসএল ট্রফি জয় আমরা। সে জন্য আরও ভাল লাগছে। দলের সবাইকে অভিনন্দন।

গোটা দলের এই সাফল্যে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা করার মেজাজে ছিলেন না দলনেতা। শনিবার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একাধিকবার জায়গা বদল করে খেলতে হয় তাঁকে। এই নিয়ে প্রশ্ন করতে শুধু বললেন, নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে এখন ভাবছি না।

কোচ যদি সিস্টেম, পরিকল্পনা বদলে খেলার সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের তা পালন করতেই হবে। ম্যাচের মধ্যে যখন কয়েকজনের

চোট লাগল, তখন আমাকে উনি যখন আমাকে বললেন লেফট ব্যাকের জায়গায় গিয়ে খেলতে, তখন আমি তাঁর নির্দেশ পালন করেছি। ১২০ মিনিট লড়াই করার পর জেতাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। বেঙ্গালুরু খুবই ভাল দল। সেটা আজকের ম্যাচেই প্রমাণ করেছে ওরা। আমরা এগিয়ে যাওয়ার পরেও ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ওদের দলে খুব ভাল ভাল ফুটবলার আছে। ওদের রক্ষণও খুব শক্তিশালী। আমরা একসঙ্গে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি বলেই জিততে পেরেছি। তাই এই জয়টা সত্যিই অসাধারণ। এটিকে মোহনবাগান তাদের অভিব্যেক মরশুমেই (২০২০-২১) ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু সেবার তারা মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে ১-২-এ হেরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে। কিন্তু শনিবার দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় দেশের সেরা ফুটবল লিগের খেতাব জিতে নেয় তারা।

এই জয়ের পরেই দলের পক্ষ থেকে তাদের প্রধান কর্তা সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ঘোষণা করেন আগামী মরশুম থেকে সবুজ-মেরুন বাহিনী হিরো আইএসএলে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস নামে। রবিবার দুপুরে এটিকে মোহনবাগানের ফুটবলার, কোচেরা ট্রফি নিয়ে শহরে ফিরছেন। তার পরে হবে আর এক দফার সেলিব্রেশন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66